প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভা-২০২৫

স্মরণিকা

আরইবি এক্স অফিসার্স এসোসিয়েশন (REOA)
ঢাকা।

www.akota-bd.com
Features
SIngle Phase Transformer
Three Phase Transformer
Power Transformer
Indood/Outdoor sub-Station
HT/LT Switchgear
PFI & Distribution Board
Solar Home Syetem
High Quality
AKOTA
AKOTA Power Limited
Reliable Partner, Reliable Product
+88 01810 098911

স্মরণিকা ২০২৫

প্রচ্ছদ: এম. আর. ইসলাম
প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০২৫
মুদ্রণে: মাটি আর মানুষ

আরইবি এক্স অফিসার্স এসোসিয়েশন (REOA)
ঢাকা।

স্মরণিকা সম্পাদনা কমিটি

আবদুর রহিম
আহ্বায়ক

মোঃ নুরুল ইসলাম ভূঁইয়া
সদস্য

মোঃ বজলুর রহমান
সদস্য

শাহনেওয়াজ খান
সদস্য

এস এম জাফর সাদেক
সদস্য

স্মরণিকা ২০২৫ প্রণয়ন কমিটি

মোঃ আবদুল খালেক
আহ্বায়ক

লতিফা আকতার জাহান

মোঃ রফিকুল ইসলাম
সদস্য-সচিব

REOA-এর নির্বাহী কমিটি গঠনের জন্য গঠিত নির্বাচন কমিশন

মোঃ মোজাম্মেল হক
প্রধান নির্বাচন কমিশনার

অরুণ কুমার চৌধুরী
নির্বাচন কমিশনার

মোঃ সেলিম মিয়া
নির্বাচন কমিশনার

REOA-এর বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজনের সমন্বয়কগণ

মোঃ খালেদ হোসেন
(প্রশাসন)

তপন কুমার গোলদার
(আইসিটি)

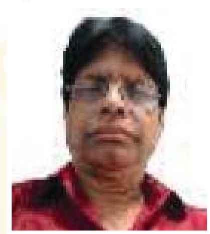

মোঃ শাহ আলম
(প্রকৌশল)

দুলাল চন্দ্র সাহা
(অর্থ)

B&T GROUP

DIGITAL WALL & FLOOR TILES

- Innovative Design
- Nano Polish Technology
- High Durable
- Excellent Quality
- Hygienic Tiles

The luxury you can afford

Tune your vision into Reality

TUSHAR CERAMICS

Ultimate status symbol

নিবেদন

এই স্মারকগ্রন্থ প্রয়াত জিয়াউদ্দিন মাহমুদ ও লতিফুল আজমসহ
তাঁদের প্রতি নিবেদন করা হলো,
যাঁরা ১৯৭৭ সাল থেকে পল্লী বিদ্যুতায়ন কর্মসূচির
দীর্ঘ যাত্রায় জীবন, শ্রম ও নিষ্ঠা উজাড় করেছেন।
তাঁদের অদম্য উদ্যম, পরিশ্রম এবং অবিচল সেবা ছাড়া
এই যাত্রা কখনো এতদূর এগোতে পারত না।

কৃতজ্ঞতা

এই স্মারকগ্রন্থ প্রকাশে আমাদের প্রিয় সংগঠনের প্রাক্তন কর্মকর্তাবৃন্দের মূল্যবান অবদান, সময় এবং শ্রমের জন্য আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ও স্মৃতিকথার মাধ্যমে যাঁরা তাঁদের চিন্তাভাবনা, অভিজ্ঞতা এবং সৃষ্টিশীলতাকে তুলে ধরেছেন, তাঁদের সম্মান জানাই।

আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ আমাদের সম্পাদনা কমিটির প্রতি– যাঁদের মূল্যবান দিকনির্দেশনা, সৃজনশীল পরামর্শ এবং অক্লান্ত পরিশ্রম ছাড়া এই স্মারকগ্রন্থ সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হতো না। তাঁদের অন্তর্দৃষ্টি ও নেতৃত্ব আমাদের সংকলনটিকে সমৃদ্ধ এবং সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছে।

আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ আমাদের স্মারকগ্রন্থ প্রণয়ন কমিটির প্রতি–যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম, সৃজনশীলতা এবং উদ্ভাবনী আইডিয়ার মাধ্যমে এই স্মারকগ্রন্থটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। তাদের সহযোগিতা, চিন্তাশীল পরিকল্পনা এবং অদম্য উদ্যম আমাদের সংকলনটিকে সমৃদ্ধ, সুষম ও পাঠকবান্ধবভাবে উপস্থাপন করতে বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছে।

আমরা একইসঙ্গে সকল সদস্য ও তাঁদের পরিবারকে ধন্যবাদ জানাই, যাঁরা সহযোগিতা ও সমর্থনের মাধ্যমে এই উদ্যোগকে আরও অর্থবহ করেছেন। তাঁদের অবদান এই স্মারকগ্রন্থকে একটি প্রেরণাদায়ক, স্মরণীয় এবং মানসম্মত সংকলনে রূপ দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

আমাদের আশা, এই স্মারকগ্রন্থ পাঠক সকলের জন্য আনন্দদায়ক এবং অনুপ্রেরণামূলক হবে।

—অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাহী কমিটির পক্ষ থেকে

প্রারম্ভিকা

এই স্মারকগ্রন্থটি আমাদের প্রিয় সংগঠনের প্রাক্তন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং প্রকৌশলীদের স্মৃতি, সৃজনশীলতা ও অভিজ্ঞতার এক অনন্য সংকলন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যাঁরা তাদের পেশাগত দক্ষতা ও জীবনানুভবকে সমাজ ও দেশ সেবায় নিয়োগ করেছেন, তাঁদের প্রভাব এই পৃষ্ঠাগুলোর মধ্য দিয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

এই সংকলনে কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ও স্মৃতিকথা আকারে প্রকাশিত হয়েছে সদস্যদের অন্তর্দৃষ্টি ও চিন্তাধারা। কবিতাগুলোতে রয়েছে নস্টালজিয়া, আনন্দ ও জীবনবোধের সূক্ষ্মতার ছোঁয়া। গল্পগুলো পাঠককে নিয়ে যায় সাহস, চ্যালেঞ্জ ও বিজয়ের নানা মুহূর্তে। প্রবন্ধগুলো প্রকাশ করে বিশ্লেষণধর্মী চিন্তা ও পেশাগত অভিজ্ঞতা। আর স্মৃতিকথাগুলো সংরক্ষণ করে ব্যক্তিগত স্মৃতি ও শিক্ষণীয় জীবনদর্শন, যা আমাদের প্রাক্তন সদস্যদের জীবন ও কর্মযাত্রার প্রতিফলন।

এই স্মারকগ্রন্থ কেবলমাত্র ব্যক্তিগত বা পেশাগত সাফল্যের বিবরণ নয়; এটি আমাদের কমিউনিটির মূল্যবোধ, অধ্যবসায় এবং সৃজনশীলতার প্রতীক। এই সংগ্রহ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে সংরক্ষিত থাকবে। আশা করা যায়, পাঠকরা এই সংকলন থেকে আনন্দ, প্রেরণা ও অন্তর্দৃষ্টি গ্রহণ করবেন, যা আমাদের সদস্যদের বুদ্ধিমত্তা, সৃজনশীলতা এবং মানবিকতার পরিচায়ক।

— সম্পাদনা কমিটির পক্ষ থেকে

REOA-এর কোর কমিটি

মাহফুজুর রহমান

সৈয়দ সারওয়ার হুসাইন

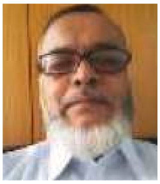
আবদুর রহিম

মোঃ বজলুর রহমান

REOA-এর অন্তর্বর্তিকালীন নির্বাহী কমিটি

আবদুর রহিম, আহ্বায়ক

মোঃ বজলুর রহমান

মোঃ নুরুল ইসলাম ভূঁইয়া

এম. রফিকুল আলম

মোঃ শাহনেওয়াজ খান

নজরুল ইসলাম ৩

মোঃ মোজাম্মেল হক

এসএম জাফর সাদেক

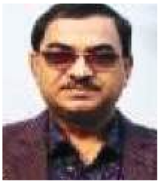
অঞ্জন কান্তি দাস

বিধান রঞ্জন বৈশ্য

লতিফা আকতার জাহান

এবিএম মাহমুদ হোসেন

মোঃ নুরুজ্জামান

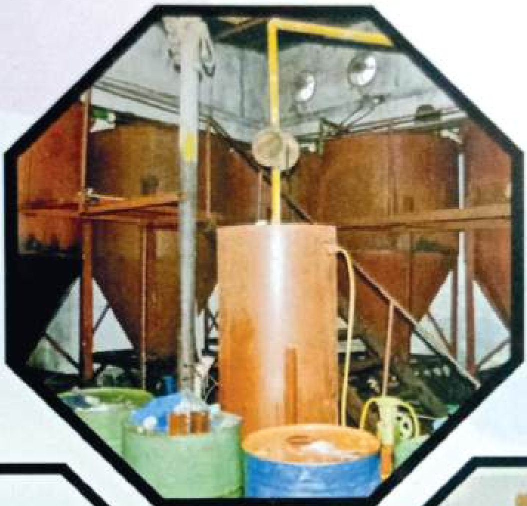

শতভাগ বিদ্যুৎ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ট্রান্সফরমার ওয়েল রিফাইনারি, লাইন নির্মান এবং উপকেন্দ্র নির্মান প্রতিষ্ঠান হিসেবে *মেসার্স মামুন এন্ড ব্রাদার্স* কাজ করে যাচ্ছে।

মেসার্স মামুন এন্ড ব্রাদার্স

হেড অফিস ঃ পুলেরহাট চাঁচড়া,সদর,যশোর।

ঢাকা অফিস ঃ হাউজ # ৫,(৬ষ্ঠ তলা), রোড # ৩, নিকুঞ্জ # ২, খিলক্ষেত,ঢাকা।

যোগাযোগ ঃ +৮৮ ০১৯৬৩-৯৯৩২৭১,০১৭১৬-১১৩৫৫৩

e-mail:-mamunandbrotherstor@gmail.com

গঠনতন্ত্র

আরইবি এক্স অফিসার্স এসোসিয়েশন (আরইওএ)

অনুচ্ছেদ - ১ ভূমিকা

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠার পর হইতে এই প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করিয়া যে সকল অফিসার অবসর নিয়াছেন বা ইস্তফা দিয়াছেন বা অন্য কোনভাবে বিদায় নিয়াছেন, তাঁহারা ২০২১ সাল হইতে একটি সমিতির কার্যক্রম চালাইয়া আসিতেছেন, এক্ষণে ইহাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য এই সংগঠনটি গঠন করিয়াছেন।

অনুচ্ছেদ - ২ সংগঠনের নাম:

(ক) **বাংলায়:** আরইবি এক্স অফিসার্স এসোসিয়েশন (আরইওএ)

(খ) **ইংরেজীতে:** REB Ex Officers Association (REOA)

অনুচ্ছেদ - ৩ সংগঠনের ধরণ

ইহা একটি বেসরকারী, অরাজনৈতিক, অলাভজনক, স্বেচ্ছাসেবী, সামাজিক উন্নয়নমূলক মানবহিতৈষী প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করিবে।

অনুচ্ছেদ - ৪ অবস্থান ও যোগাযোগ

এসোসিয়েশন এর প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত হইবে। হোয়াটস-অ্যাপ গ্রুপ (BREB Ex Officers) বা অন্য কোন অ্যাপ এর মাধ্যমে ভার্চুয়ালী বা সরাসরি পরস্পর যোগাযোগ/সভা করিবে এবং যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করিবে।

অনুচ্ছেদ - ৫ উদ্দেশ্য

(ক) আরইবি এর প্রাক্তন কর্মকর্তাগণের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি, সহযোগিতা বৃদ্ধি, ভাতৃত্বমূলক মনোভাব সৃষ্টি ও বন্ধন জোরদারের কাজ করিবে।

(খ) বছরে অন্তত একবার পুনর্মিলনী/পিকনিক আয়োজনের ব্যবস্থা করিবে।

(গ) সদস্যগণের কল্যাণে একটি উন্নয়ন তহবিল গঠন করিবে।

(ঘ) সদস্যগণের চাঁদা/অনুদান বা সামাজিক উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানের অনুদানের সাহায্যে তহবিল গঠন করিবে।

(ঙ) আরইবি হইতে অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের সহজে অবসর সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে সহযোগিতা করিবে।

(চ) পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার মাধ্যমে আরইবি কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনে সহযোগিতা প্রদান করিবে।

(ছ) প্রাকৃতিক ও মানবিক দুর্যোগে আর্তমানবতার সেবায় অবদান রাখিবে।

অনুচ্ছেদ - ৬ সদস্যপদ

(ক) আরইবি হইতে অবসর গ্রহণ বা ইস্তফা প্রদান বা বিদায় নেওয়া যে কোন আগ্রহী কর্মকর্তা এই এসোসিয়েশনের সাধারণ সদস্য হিসেবে যোগ্য বিবেচিত হইবেন।

(খ) একজন সাধারণ সদস্য নির্ধারিত ফর্ম পূরণ ও নিবন্ধন ফি বাবদ এককালীন টাকা ২০০০/- (দুই হাজার) প্রদান সাপেক্ষে আজীবন সদস্য বা Life Member (LM) হিসেবে গণ্য হইবেন।

(গ) কেবলমাত্র আজীবন সদস্যগণই ভোটারাধিকার প্রাপ্ত হইবেন।

অনুচ্ছেদ - ৭ সাংগাঠনিক কাঠামো

সংগঠনের ব্যবস্থাপনার জন্য আজীবন সদস্যগণের সমন্বয়ে ৩ (তিন) স্তরের কমিটি থাকিবে। যথাঃ ১) নির্বাহী কমিটি, ২) উপদেষ্টা কমিটি ও ৩) সাংগঠনিক কমিটি।

১) **নির্বাহী কমিটিঃ** নির্বাচন/সিলেকশনের তারিখে সদস্যগণের বয়স সর্বোচ্চ বয়স সীমা ৭০ বছর থাকিতে হইবে। কমিটির গঠন হইবে নিম্নরূপঃ

(ক) সভাপতি	১ জন
(খ) সহ-সভাপতি	১ জন
(গ) সাধারণ সম্পাদক	১ জন
(ঘ) সহ-সাধারণ সম্পাদক	১ জন
(ঙ) সাংগঠনিক সম্পাদক	১ জন
(চ) কোষাধ্যক্ষ	১ জন
(ছ) সহ-কোষাধ্যক্ষ	১ জন
(জ) ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও কল্যাণ (ক্রীসক) সম্পাদক	১ জন
(ঝ) প্রচার, প্রকাশনা ও দপ্তর সম্পাদক	১ জন
(ঞ) সদস্য	৬ জন
	মোট = ১৫ জন
(ট) সদ্য বিদায়ী কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক অথবা নির্বাহী কমিটির মনোনয়নে উপযুক্ত সংখ্যক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	২ জন
	সর্ব-মোট = ১৭ জন

২) **উপদেষ্টা কমিটিঃ** ৭০ বছরের উর্দ্ধ বয়সী অনধিক ৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি হইবে, তন্মধ্যে (১) একজন হইবেন প্রধান উপদেষ্টা।

৩) **সাংগঠনিক কমিটি:** অনধিক ৬৫ বছর বয়সী ৪ (চার) সদস্য বিশিষ্ট অনির্বাচিত কমিটি হইবে। এই কমিটিতে ১ জন আইসিটি বিষয়ক ও ৩ জন সদস্য-সংগ্রহ বিষয়ক সদস্য থাকিবে।

অনুচ্ছেদ - ৮ কমিটির মেয়াদকাল

১) বর্ণিত সকল কমিটির মেয়াদ হইবে ২ (দুই) বৎসর, অর্থাৎ কমিটি গঠনের তারিখ হইতে পরবর্তী দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভার পূর্ব পর্যন্ত। উল্লেখ্য অনিবার্যকারণে দ্বি-বার্ষিক সাধারণসভা এক মাস পূর্ব অথবা পরে অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে।

২) কোন সদস্য সর্বোচ্চ ২ (দুই) মেয়াদে দায়িত্ব পালন করিবেন।

অনুচ্ছেদ - ৯ কমিটির কার্যাবলী

(১) নির্বাহী কমিটি:

(ক) প্রতি ৩ মাসে কমপক্ষে ১ টি সভা অনুষ্ঠিত হইবে। সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠের উপস্থিততে কোরাম পূর্ণ হইবে।

(খ) সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি সভার সভাপতিত্ব করিবেন।

(গ) বার্ষিক সাধারণ সভার (এজিএম) এর ব্যবস্থা করিবে। রি-ইউনিয়ন/পিকনিক ও এজিএম একসাথে হইতে পারে।

(ঘ) প্রয়োজনে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার স্বার্থে একাধিক উপ-কমিটি গঠন করিতে পারিবেন।

(ঙ) দ্বিবার্ষিক সাধারণসভার পূর্বে TOR সহ নির্বাচন কমিশন গঠন করিবে।

(চ) নির্বাচন কমিশন পরবর্তী নির্বাহী কমিটি ঘোষণা করিবে।

(ছ) সভাপতির পদ শূন্য হইলে সহ-সভাপতি দ্বারা এবং সাধারণ সম্পাদকের পদ শূন্য হইলে সহ-সাধারণ সম্পাদক দ্বারা পূরণ হইবে।

(২) উপদেষ্টা কমিটি:

(ক) প্রতি বছর কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(খ) নির্বাহী কমিটির সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক এই কমিটির সভায় লিয়াজোঁ হিসাবে উপস্থিত থাকিবেন।

(গ) দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভায় এই কমিটি গঠিত হইবে।

(ঘ) নির্বাহী কমিটিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা/পরামর্শ দিবেন।

(৩) সাংগঠনিক কমিটি:

(ক) নির্বাহী কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদকের সভাপতিত্বে প্রতি ৩ মাসে কমপক্ষে ১টি সভা করিবে।

(খ) সাধারণ সদস্যগণকে হোয়াটস্-অ্যাপ/অনলাইন গ্রুপভুক্তকরণ এবং তাহাদিগকে আজীবন সদস্য হিসাবে তালিকাভুক্ত করণের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(গ) কমিটিকে সাংগঠনিক সম্পাদক তাহাদের নির্বাহী অবহিত রাখিবেন।

(ঘ) দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভার অব্যবহিত পরে অনুষ্ঠিত সভায় নির্বাহী কমিটি আলোচনার মাধ্যমে এই কমিটি গঠন করিবে।

অনুচ্ছেদ - ১০ অর্থ ও হিসাব

(ক) কোষাধ্যক্ষ এই এসোসিয়েশনের সকল অর্থ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করিবেন এবং ইহার হিসাব রাখিবেন।

(খ) প্রয়োজনে যৌথ ব্যাংক হিসাব খোলা যাইতে পারে।

(গ) কোষাধ্যক্ষ এবং সভাপতি অথবা সাধারণ সম্পাদকের যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হইবে।

অনুচ্ছেদ - ১১ বিশেষ ক্ষমতা

(ক) সংগঠন পরিচালনার প্রয়োজনে নির্বাহী কমিটি বিধি ও বাই-ল প্রণয়ন করিতে পারিবে, তবে পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ সভায় উহা অনুমোদন করাইতে হইবে।

(খ) গঠনতন্ত্রেও কোন সংশোধনীর প্রয়োজন হইলে উহা দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভায় দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে পাশ করাইতে হইবে।

অনুচ্ছেদ - ১২ সংগঠনের বিলুপ্তি

শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্যে সাধারণ সভা আহবান করিতে হইবে এবং উপস্থিত সদস্যদেও দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে বিলুপ্ত করা যাইবে। বিলুপ্তির পর দায় পরিশোধ শেষে অবশিষ্ট সম্পদ সদস্যদেও মধ্যে বণ্টন করা বা অনুরূপ কোন সংগঠনকে দান করা যাইবে।

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়/লেখক	পৃষ্ঠা নং
১	REOA-এর প্রেক্ষিত ও পথচলা *এস এম জাফর সাদেক*	১৫
২	অভিমানী ভালবাসা *মো. বজলুর রহমান*	১৭
৩	সংখ্যার দেবালয়ে নিঃশব্দ বিদ্রোহ *মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম*	১৮
৪	অলৌকিক *মুহাম্মদ খালেদ হোসেন*	২২
৫	সফল যোগাযোগ ও এর প্রভাব *মোঃ আব্দুল খালেক*	২৪
৬	কর্মজীবনের ইতিকথা *মোঃ সাইফুল আলম*	২৭
৭	আরইবি'তে আমার টক ঝাল মিষ্টি দিনগুলো *মুহাম্মদ মতিউর রহমান*	২৮
৮	সপ্তর্ষির ছায়াপথে কৃষ্ণচূড়া নেই *রতন সাহা*	৩১
৯	বাংলাদেশের জ্বালানী সঙ্কট – বিকল্প বিদ্যুতের সম্ভাবনা *বি.ডি. রহমতউল্লাহ*	৩৩
১০	বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনের বর্তমান অবস্থা, মূল সংকট ও সমাধান *প্রকৌশলী অনজন দাশ*	৩৮
১১	প্রবাসে আমার কর্মজীবন *প্রকৌশলী মোহাম্মদ ওমর ফারুক*	৪২
১২	বাবা: এক নীরব ভালোবাসার পাহাড় *মোঃ নুরুল ইসলাম ভূঁইয়া*	৪৬
১৩	আজীবন সদস্য তালিকা	৪৮
১৪	নির্বাচনী বিধিমালা	৫৪

আরইবি এক্স অফিসার্স এসোসিয়েশন (REOA) এর প্রেক্ষিত ও পথচলা
অবসরের নীরবতা থেকে একটি নতুন পরিবার

এস এম জাফর সাদেক

দীর্ঘ, ব্যস্ত ও বর্ণাঢ্য কর্মজীবনের শেষপ্রহরে এসে যখন দৈনন্দিন ছুটোছুটি থেমে যায়, তখন এক ধরনের অচেনা শূন্যতা মনকে আচ্ছন্ন করে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় ২০২১ সালের COVID-19 সংকট–সারা পৃথিবীর মতো আমরাও আতঙ্ক, অনিশ্চয়তা ও নিঃসঙ্গতার অদৃশ্য দেয়ালে আটকে পড়েছিলাম। প্রতিটি সকাল ছিলো যেন রাতের চেয়ে অন্ধকার ।

ঠিক এমন এক কঠিন সময়ে আমাদের কিছু সাবেক কর্মকর্তা–বিশেষত প্রয়াত জিয়াউদ্দিন মাহমুদ ও লতিফুল আজম –একটি দূরদৃষ্টি সম্পন্ন উদ্যোগ নেন। সাবেক কর্মকর্তাদের তথ্য, ছবি ও ঠিকানাসমূহ একত্রিত করে Facebook ও WhatsApp–এ গড়ে তোলেন 'BREB Ex Officers' নামের একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম।

এটি কেবল আড্ডার বা আনন্দ বিনোদনের জায়গা ছিল না – বরং ছিল সম্মিলিত অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে সমাজসেবা, পরামর্শদান, পারস্পরিক সহায়তা ও বন্ধন পুনর্গঠনের অভিন্ন প্রয়াস। প্রথমে ঈদ উপলক্ষে ভার্চুয়াল আয়োজনে সীমাবদ্ধ থাকলেও জিয়া'র নেতৃত্বে সেই প্ল্যাটফর্ম ধীরে ধীরে হয়ে ওঠে আমাদের একমাত্র মিলনক্ষেত্র।

কিন্তু হঠাৎই বজ্রপাতের মতো করোনা আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিল প্রিয় দুই সহযোদ্ধাক জিয়াউদ্দিন মাহমুদ ও লতিফুল আজমকে। আমরা শোকাহত, হতবিহ্বল ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়লাম। স্বভাবতই যোগাযোগ ক্ষীণ হতে শুরু করল।

ঠিক সেই দিশেহারা মুহূর্তে শ্রদ্ধেয় মাহফুজুর রহমান স্যার ও রহিম স্যার এগিয়ে এলেন নেতৃত্বের আসনে। প্রিয় কুমার দা যুক্ত হলেন সক্রিয়ভাবে। দেশের বাইরে থেকেও শহীদ স্যার নিয়মিত উৎসাহ দিয়ে আমাদের শক্তি জুগিয়েছেন।

এই সম্মিলিত প্রয়াসের ফলেই আজকের REB Ex Officers Association (REOA)–এর প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভা করা সম্ভব হচ্ছে । তাদের অবদান ও অনেক সহকর্মীর সহযোগিতা গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণীয়। এই পথযাত্রা মসৃণ ছিল না; এর মধ্যে ছিল শোক ও আনন্দের মুহূর্ত, আবার ছিল কিছু হতাশা ও ক্লান্তি। এই লেখা তারই একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা মাত্র!

স্মরণ: যাঁরা আর নেই
প্রয়াত জিয়াউদ্দিন মাহমুদ, লতিফুল আজমসহ সব প্রয়াত সহকর্মীর স্মরণে দোয়া ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। স্মৃতিচারণে উঠে আসে তাদের সান্নিধ্যে কাটানো মধুর দিনগুলোর উজ্জ্বল স্মৃতি।

মিষ্টি মুহূর্ত: যা আমাদের পথচলাকে অর্থবহ করেছে

১. ভার্চুয়াল সভার উষ্ণতা
মাহফুজ স্যারের কণ্ঠে কবিতা আবৃত্তি, পারভীন আপার সুরেলা গান, জিয়া'র কণ্ঠ মিলানো–সব মিলিয়ে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম একসময় আবেগে ভরে উঠত।

২. সরাসরি মিলনমেলার আনন্দ

পর্দা আর মন ভরাতে পারছিল না। শুরু হলো বাস্তব মিলনমেলা–ধানমন্ডি, উত্তরা ও মিরপুরে প্রাতরাশ/ডিনার, মাহফুজ স্যারের বাসার ছাদের অনন্দময় সন্ধ্যা, আর্মি গলফ ক্লাবে একাধিক গেটটুগেদার–সবই আমাদের আবার একসূত্রে গেঁথে দিল।

৩. একত্রিত হওয়ার স্বর্ণময় মুহূর্ত

প্রথম সভার দিনটি এখনও মনে পড়ে। বহু পরিচিত মুখ–যাদের সঙ্গে একসাথে কাজ করেছি–দীর্ঘদিন পর আবার চোখে পড়ল। কারো মুখে বয়সের ছাপ পড়েছে, কেউ আগের মতোই চমকপ্রদ। করমর্দন, আলিঙ্গন, আর একে অপরের প্রতি "মনে আছে সেই দিনগুলোর কথা?"–এই কথোপকথনে সভাকক্ষ প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। সেই পুনর্মিলনের আনন্দ ছিল অপরিসীম, যা ভাষায় প্রকাশ করা প্রায় অসম্ভব।

৪. ঐক্যের শক্তি

যে যেখানে যেখানে আছি, আমরা সবাই একসময়ের পথপ্রদর্শক ও সহযোদ্ধা। কিন্তু এই অ্যাসোসিয়েশন গঠনের মুহূর্তে যেন সবাই আবার একই মঞ্চে একত্রিত হল। সবার মধ্যে সেই পুরনো আবেগ, আকাঙ্ক্ষা এবং বন্ধন ফিরে পাওয়া সত্যিই এক অনন্য অনুভূতি ছিল।

৫. প্রথম সাফল্যের মিষ্টি স্বাদ

এক অসুস্থ সহকর্মীর চিকিৎসা সহায়তা ছিল আমাদের প্রথম কোনো মানবিক উদ্যোগ। সবাই মিলে সমর্থন করেছিল। তারপর গঠিত হয় কোর টিম, অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাহী কমিটি। বেশ কয়েকটি সভার মাধ্যমে তৈরি হয় গঠনতন্ত্র, লোগো, আচরণবিধি। মনে হচ্ছিল–অবসর বলে কিছু নেই; আমাদের উৎপাদনশীলতা এখনো সমান শক্তিশালী। আজও আমরা পৃথিবীতে প্রাসঙ্গিক।

৬. নতুনআলোয় আবার শেখা

এই যুগটা ডিজিটাল। অনেক কর্মকর্তাই প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিত নন। পুরনো অভ্যাস এবং সীমাবদ্ধ ধারণাগুলোকে ভুলে যেতে (Unlearn) হয়েছে–যাতে নতুন পদ্ধতি গ্রহণের জায়গা তৈরি হয়। অনলাইন যোগাযোগ, ভার্চুয়াল সভা, পোস্ট, ডেমো ভোট ইত্যাদির মাধ্যমে আমরা পথ পরিবর্তন (Change) করছি এবং নতুন দক্ষতা অর্জন করছি। এই প্রক্রিয়ায় আমরা নতুন করে শিখছি (Relearn), শিখনকে জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গ্রহণ করছি।

ছোট ছোট প্রয়াসের মাধ্যমে শেখার এই ধারাবাহিকতা আমাদের মন ও মনোভাবকে সতেজ রাখছে। এটি শুধু প্রযুক্তি নয়–আমাদের চেতনা, সহযোগিতা এবং নেতৃত্বের দক্ষতাকেও নতুন রূপে গড়ে তুলছে। প্রতিটি নতুন অভিজ্ঞতা আমাদের শেখাচ্ছে, যে পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলাই হলো আজকের যুগে প্রাসঙ্গিক থাকার একমাত্র পথ। "বাতিল শিক্ষা ভুলে যাও, নতুন শিক্ষায় মন জাগাও"- মন্ত্রে আমাদেরকে উদ্দীপ্ত করেছে।

৭. মতের বৈচিত্র্য–সমন্বয়ের শক্তি

বিভিন্ন মত ও দৃষ্টিভঙ্গি থাকলেও, এখানে কোনো সংঘাতের স্থান নেই। বরং একে অপরের মতামতকে সম্মান জানিয়ে, সমন্বয় ও সহযোগিতার মাধ্যমে এগিয়ে চলাই আমাদের সফলতার মূল চাবিকাঠি।

৮. সদস্যদের আগ্রহ ও সক্রিয় অংশগ্রহণ

শুরু থেকেই অনেক সদস্য উত্সাহপূর্ণ ছিলেন। যদিও ধীরে ধীরে কারো কারো অংশগ্রহণ কমেছে, নতুন সদস্যদের সক্রিয়তা তা পূরণ করেছে। কেউ ব্যক্তিগত কারণে, কেউ শুধুমাত্র অতীত স্মৃতিচারণ

বা ভার্চুয়াল সংযোগের জন্য আগ্রহী হলেও, সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে অনিচ্ছুক–এর ফলে মাঝে মাঝে কিছু হতাশা তৈরি হলেও, দিনশেষে অধিকহারে আজীবন সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি সত্যই গুরুত্বপূর্ণ ও অনুপ্রেরণামূলক!

৯. অর্থ ও সংগঠনের চালিকা শক্তি

অ্যাসোসিয়েশনের কার্যক্রম পরিচালনার মূল চালিকা শক্তি হলো অর্থ। তবে নিয়মিত অর্থ সংগ্রহ করা সহজ কাজ নয়। আর্থিক সীমাবদ্ধতা একটি বড় চ্যালেঞ্জ হলেও, এ পর্যন্ত আমরা তা দক্ষতার সঙ্গে সফলভাবে পরিচালনা করতে পেরেছি। এই অভিজ্ঞতা আমাদের দেখিয়েছে, সংহতি ও পরিকল্পনার মাধ্যমে যে কোনো প্রতিবন্ধকতাকে জয় করা সম্ভব।

উপসংহার: আলোর পথে, ঐক্যের পথে

REOA-এর এই পথচলা একদিনে তৈরি হয়নি। এটি বহু বছরের সম্পর্ক, অসংখ্য স্মৃতি, অগণিত চ্যালেঞ্জ আর সীমাহীন ভালোবাসার এক সঞ্চিত ইতিহাস। আমরা যারা দেশের প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত আলো পৌঁছে দিয়েছি–আমরা আজও একসাথে আলোকিত। আলোর কাজ যেমন থেমে থাকে না, আলো বহনকারীরাও কখনো নিভে যান না।

আজ REOA কেবল একটি সংগঠন নয়– এটি একটি অনুভূতি, একটি পরিবার, একটি জীবন্ত উত্তরাধিকার। এটি আমাদের সারা জীবনের অর্জনের প্রতি সম্মান জানায়; অবসরের নীরবতাকে আনন্দ, সঙ্গ, এবং মূল্যবোধে ভরিয়ে তোলার এক সেতুবন্ধন; এটি আগামী দিনের প্রতি এক আশাবাদী দৃষ্টি।

REOA সেই জায়গা– যেখানে কর্মজীবনের গল্প শেষ হয় না, বরং নতুন রূপে, নতুন আলোয় আবার শুরু হয়। এখানেই রয়েছে আমাদের স্মৃতির ভান্ডার, এখানেই আমাদের শক্তির উৎস, এখানেই আমাদের নতুন পরিবার।

আজ REOA শুধু অতীতকে সংরক্ষণ করে না– বরং ভবিষ্যতের পথকে আলোকিত করে। আমরা আমাদের গৌরবময় অতীতকে সযত্নে লালন করি, বর্তমানের প্রতিটি মুহূর্তকে একসাথে উপভোগ করি, আর ভবিষ্যৎকে আরও সমৃদ্ধ, মানবিক এবং অর্থবহ করার স্বপ্ন দেখি।

জীবনের মতো–আমাদের এই যাত্রাপথও মিষ্টি-টক-মধুর বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতায় পূর্ণ। চলার পথে পুষ্পবৃষ্টি ঝরুক- এই প্রত্যাশায়, সমৃদ্ধ আগামীর স্বপ্নে বিভোর REOA।

শুভ হোক মৈত্রীর যাত্রা–জয় হোক ভালোবাসার!
আসুন, অবসরে সরব থাকি–পরস্পরে আস্থা রাখি।

May the voyage of our friendship shine bright–may love always prevail!

Let us stay vibrant in the sunset of our lives, nurturing trust and standing beside one another.

অভিমানী ভালবাসা

মো. বজলুর রহমান

জবাব পেয়েছো তোমার প্রশ্নের--
লেনাদেনার হিসাব ছাড়িয়ে
সুদূর নীলিমায় যাও হারিয়ে
দেখ মেঘের আড়ালে ভেসে ভেসে
ভাঙ্গা বুক নিয়ে
সে তোমারই আগমনের প্রতীক্ষায়।

দেখেছো কখনো
অভীপ্সায় মিশে থাকা তাকে--
স্বপ্নগুলো জড়ো করে দেখ
ভেসে উঠবে চোখের তারায়
মায়াভরা রূপে
রয়েছে সে মিশে
তোমারই চোখের নোনা জলে।

স্পর্শ করেছো
হৃদয়ভাঙ্গা সেই চলমান স্মৃতিকে--
অচেতন ঘুমে হাতড়ে দেখ
গভীর মমতায় রয়েছে সে
তোমারই আলিঙ্গনে।

অবসর নয়–নতুন অধ্যায়ের সূচনা

সংখ্যার দেবালয়ে নিঃশব্দ বিদ্রোহ

মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম

ভোরবেলায় শহরটা জেগে ওঠে জীবাণুনাশক আর উচ্চাকাঙক্ষার গন্ধে। ডিজিটাল বিলবোর্ডগুলো এখনো জ্বলে আছে, যেন প্রার্থনা করছে একই বাক্য- *বাজার দেবে সবকিছু।*

নূশরাত নিজের ব্যাজটা ঠিক করে নেয়- 'দক্ষতা পরামর্শক', পারফরম্যাক্স বিডি। সে কাজ করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ে, যদিও মন্ত্রণালয়টি অনেক আগেই বেসরকারীকরণ হয়ে গেছে। প্রতিদিন সকালে সে হাতের চিপে নিজের উৎপাদন সূচক স্ক্যান করে। সংখ্যাটা যদি ৮০-এর নিচে নামে, তার স্বাস্থ্যবীমার টাকা নিজে থেকেই কমে যায়।

একসময় মন্ত্রণালয় মানে ছিল নাগরিক সেবা। এখন নাগরিকরাই সেবা দেয়-সংখ্যাকে, পরিমাপকে, বাজারকে। নূশরাতের বাবা মাহতাব প্রধান থাকেন রাজধানী থেকে সাড়ে তিনশো কিলোমিটার দূরের এক আধা-শহর গ্রামে, নাম নন্দীগ্রাম। গ্রামীণ দক্ষতা অংশীদারিত্ব কর্মসূচি নামে সরকার সেটি লিজ দিয়েছে এক কৃষি-কর্পোরেশনকে। এখন গ্রামের মানুষ মাইক্রো উদ্যোক্তা, যারা মজুরি পায় কোম্পানির ভাউচারে- যা কেবল কোম্পানির দোকানেই খরচ করা যায়।

সকালে নূশরাত বাবাকে ফোন করল। ওদিক থেকে আসা কণ্ঠটা বেশ ক্লান্ত মনে হলো। বাবা বললেন- গ্রামে আবার খরার লক্ষণ বাড়ল।

কিন্তু এখন তো বিশুদ্ধ পানি পাচ্ছেন আব্বা, নুশরাত মনের অজান্তেই কোম্পানির বিজ্ঞাপনী স্লোগানের মতো কথাটা মুখস্থ বলে ফেলল।

বাবা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, যখন আমি ছোট ছিলাম, পানি ছিল বিনে পয়সায়। তারপর তারা বলল, বিনামূল্যের জিনিস মানুষকে অলস বানায়। এখন আমি আমার ফসলের প্রতিটি ফোঁটা পানির দাম দিই।

নূশরাত বাবাকে কথা দিল শিগগির বাড়ি আসবে, যদিও এখন সফরে যেতে হলে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য অনুমোদন লাগে।

বিকেলে অফিসে ডিরেক্টর তানভীর মিটিংয়ে বললেন-
"মনে রাখবেন, বাজারই নৈতিক। এটি যোগ্যতাকে পুরস্কৃত করে, অযোগ্যতাকে শাস্তি দেয়। যখন আমরা হস্তক্ষেপ করি, তখনই প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হয়।"

কনফারেন্স রুমে উপস্থিত সবাই যান্ত্রিকভাবে মাথা নাড়ল।

নূশরাত খেয়াল করল তার উৎপাদন সূচক কমে ৭৮-এ নেমে এসেছে। কারণ সে পর্যাপ্ত পারফরম্যান্স এনহ্যান্সার মিল কেনেনি। সঙ্গে সঙ্গে মেসেজ এল- আপনার ভোগ ঘাটতি জাতীয় প্রবৃদ্ধিতে প্রভাব ফেলছে। অবিলম্বে ক্রয় প্রয়োজন। সে 'বাই' বোতামে চাপ দিল। পেট নয়, বিবেকই যেন চেপে ধরল তাকে।

সেই রাতে নিউজফিডে দেখল: বেসরকারীকরণে দক্ষতা আসবে- এই আশায়-জাতীয় বিদ্যুৎ গ্রিড বিক্রি হল গ্লোবালকর্প-এর কাছে। টেলিভিশন বলল- এটাই অগ্রগতি।

কিন্তু নন্দীগ্রামে বাবা বললেন- এটাই অন্ধকার। কারণ এখন বিদ্যুৎ বিল নেওয়া হয় 'আলোক মিনিট' অনুযায়ী। গ্রামবাসী আলো মাপে, যেন ওষুধ।

কয়েকদিন পর বাবা ছবি পাঠালেন ফেটে যাওয়া মাটির। নিচে মেসেজ-সার ক্রেডিট শেষ। কোম্পানি বলছে মাটির মান নষ্ট, প্রিমিয়াম আর্থ প্যাকেজ নিতে হবে।

নূশরাত জানে না কার কাছে অভিযোগ করবে। কারণ এই সিস্টেম অ্যাপস দিয়ে চলে। এখানে কোনো ব্যক্তি নেই- যার কাছে অভিযোগ করা যায়। সুতরাং, রাজপথে আন্দোলন বা অফিস ঘেরাও-এর মতো কোনো কর্মসূচি দেওয়ার সুযোগ নেই। এ যেন অলডাস হাক্সলের আরেকটা ঝলমলে নয়া দুনিয়া (ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড)।

নিয়ন্ত্রক অফিস অনেক আগেই কোম্পানির কমপ্লায়েন্স বিভাগ-এর সঙ্গে একীভূত হয়েছে। অফিসে ডিরেক্টর তানভীর নতুন প্রকল্প ঘোষণা করলেন-গ্রামীণ বাজার সংযোজন ২.০।

তিনি গর্বভরে বললেন- এবার আমরা অনুভূতি, সংস্কৃতি আর বিশ্বাসকেও বাজার সূচকে রূপ দেব। প্রতিটি উৎসব, জন্ম-মৃত্যু-সবই হবে প্রবৃদ্ধির সুযোগ। ঘরে করতালির ঝড়।

নূশরাতের মনে প্রতিধ্বনি বাজে বাবার কথা- *সব কিছুর দাম ঠিক হবে, কিন্তু মানুষের মূল্য কে ঠিক করবে?*

দুই মাস পরে নূশরাত ফিরে এল নন্দীগ্রামে। পুরনো হাট নেই-হাটের জায়গায় ঝলমলে অভিজ্ঞতা কেন্দ্র। দরজায় লেখা- স্বাগত, সম্মানিত গ্রাহক! অনুগ্রহ করে আপনার সমৃদ্ধি আইডি স্ক্যান করুন।

ভেতরে সবজিগুলো ধাতব প্যাকেটে মোড়া-তাতে লেখা *অপ্টিমাইজড নিউট্রিশন ইউনিট*। ড্রোন মাথার ওপর ভেসে বলছে- সংস্কৃতি প্যাকেজে ছাড় চলছে।

বাবা বসে আছেন আধভাঙা টিউবওয়েলের পাশে, হাতে মুঠো মাটি। আব্বা, ওরা বলেছিল ফসল বাড়বে, নূশরাত ফিসফিস করল। বাবা হাসলেন, ফসল বেড়েছে, মানুষ কমেছে।

সে মাঠের কিনারে দাঁড়িয়ে তাকাল। দূরে শিশুরা খেলা করছে, কিন্তু বল নেই–তাদের বল ফাঁকা চকলেট ক্যান। গাড়ির শব্দ, কাদা মাটি আর হাসির মধ্য দিয়ে ক্যান উড়ছে, লাফাচ্ছে, ঘুরছে–মোটামুটি ঠিক যেমন একটি বল হতো। বল থাকলে তাদের আনন্দটা হয়তো অনেকগুণ বেড়ে যেতো।

একজন কোম্পানির প্রতিনিধি এল, হাতে ট্যাব। ম্যাডাম, আপনি কর্পোরেট সম্পত্তিতে ঢুকে পড়েছেন।

আমি উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, নূশরাত বলল। লোকটা হেসে বলল, আসলে উন্নয়ন মন্ত্রণালয় আমাদের ক্লায়েন্ট। স্বাগতম।

সে বোর্ড দেখাল- জনকল্যাণ সূচক: ৯২% সন্তুষ্টি।
দারিদ্র্য হার: ০% (নতুন নাম- 'অবকাশ ঘাটতি')।
নূশরাত তাকিয়ে থাকে পরিসংখ্যান নির্ভুল, অথচ অবাস্তব।

বাবা ধীরে বলে, “তারা বলে সংখ্যা মিথ্যা বলে না। হয়তো মানুষই সত্য বলা ছেড়ে দিয়েছে।”

সন্ধ্যায় লাউডস্পিকারে ঘোষণা এল– বিনা লাইসেন্সে বৃষ্টির পানি সংগ্রহ নিষিদ্ধ। নুশরাতের বুকের ভেতরটা যেন একেবারে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। পরদিন সকালে সে নিজের হাতের চিপ বন্ধ করে কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ টাওয়ারে পৌঁছাল। ড্রোনটি গলার টোন উঁচু করে বলল– আপনার অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য কী?

নূশরাত উত্তরে বলল, এতদিন যা তোমরা ছিনিয়ে নিয়েছ, তা আমি ফিরিয়ে দিতে এসেছি । সে প্রধান সংযোগ তার খুলে ফেলল। স্ক্রিন নিভে গেল, গ্রাম অদৃশ্য, ড্রোনগুলো পড়ে গেল পঙ্গু পাখির মতো। গ্রাম ডুবে গেল অন্ধকারে–কিন্তু এ ছিল সত্যিকারের অন্ধকার, বহু বছর পর। বাবা আকাশের দিকে তাকালেন। বিজ্ঞাপনহীন নক্ষত্রেরা জ্বলজ্বল করছিল।

পরদিন কর্পোরেট পুলিশ এল। নূশরাতকে গ্রেপ্তার করা হল বাজার ভারসাম্য নষ্ট করার অপরাধে। বিচারে ডিরেক্টর তানভীর সাক্ষী হিসেবে বললেন, সে দক্ষতার পবিত্র আইন লঙ্ঘন করেছে।

বিচারক রায় দিলেন- বাজারই সভ্যতার ভিত্তি। তাকে অস্থির করা মানে মানবজাতিকে বিপদে ফেলা।

নূশরাত হেসে বলল, তাহলে এই সভ্যতা মানুষের ছোঁয়া ছাড়া শুধু একটা ট্যাগ মাত্র।

হাতুড়ি পড়ল।

রায়: *আজীবন উৎপাদন সংশোধন কেন্দ্রে শ্রমদণ্ড।*

বছর পেরোল। লোককথা ছড়াল-এক মেয়ে নাকি আকাশকে মুক্ত করেছে। সরকার তার অস্তিত্ব অস্বীকার করল, তবু রাতের আঁধারে দেয়ালে বড় বড় গ্রাফিতি আঁকা হলো-এক নারী, ডিজিটাল শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেলছে। শহরে এখনো প্রতি ভোরে বিলবোর্ড জ্বলে ওঠে-বাজার দেবে সবকিছু।

কিন্তু দূরের এক গ্রামে কৃষকরা আবার বীজ বিনিময় শুরু করল, কোডের বাইরে, চুক্তির বাইরে, বাজারের বাইরে। আর বাতাস বয়ে নিয়ে গেল সেই কণ্ঠ-

বাজার হয়তো সব দিতে পারে,
কিন্তু মানুষই একমাত্র,
যে দেয় জীবনের মানে।

আরইওএ'র সদস্যদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজনে স্থিরচিত্র

সম্পানে প্রথম পদযাত্রা

উত্তরা ক্লাব

উত্তরায় রেস্টুরেন্টে প্রাতঃরাশ সভা

পাম ভিউ রেস্টুরেন্টে সভা

পাম ভিউতে গ্র্যান্ড রি-ইউনিয়ন

উত্তরায় মাহফুজ স্যারের বাসার ছাদে

মিরপুরে আড্ডা-আয়োজন

মিরপুরে আড্ডা-আয়োজন

অলৌকিক

মুহাম্মদ খালেদ হোসেন

আজ থেকে প্রায় ৫২ বছর আগের ঘটনা। আমি তখন ক্লাস ফাইভে পড়ি। সময়ের হিসেবে সম্ভবত ১৯৭২ সাল। তখন মামা বাড়ি থাকি। একদিন ছোট মামার সাথে শহরের হাটে গিয়েছিলাম। এটাই ছিল বড় কোন হাটে যাওয়ার প্রথম অভিজ্ঞতা। সে সময়ে সপ্তাহে দু'দিন হাট মিলতো। বৃহস্পতিবার এবং রোববার। সাধারণত হাটগুলো বিকেল বেলায় জমতো। সে কারণে সাপ্তাহিক বাজার শেষ করে গ্রামের বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যেত। আমি আর ছোট মামা মফস্বল শহর থেকে বাজার করে বাইসাইকেলে বাড়ি ফিরছি। ঘুটঘুটে অন্ধকার। গ্রামের কাঁচা রাস্তা মোটামুটি সমতল। রাস্তার পাশে বাড়িঘর কম তাই রাস্তাঘাটে তেমন লোকজন নাই। একেবারে শুনসান নিরিবিলি। মামা বাইসাইকেল চালাচ্ছেন আমি পেছনে কেরিয়ারে বসা। দারুন অনুভূতি নিয়ে হাওয়া খেতে খেতে ফুরফুরে মেজাজে ফিরছি।

বাজার শেষে মামা রাজনের দোকানের ছানার আমিত্তি (মিষ্টি) খাইয়েছেন। সে কারণেই খুব খুশি। মিষ্টির অমৃত স্বাদ তখনো মুখে লেগে আছে। রাত আটটার কিছু বেশী হবে। মাসটা সম্ভবত অক্টোবর। শীত নয় আবার গরমও নয়। নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া। গায়ে শুধু হালকা জামা ছিল। শহর থেকে মামার বাড়ির দূরত্ব ৫ কিঃমিঃ এর মত হবে। মামা এসএসসি পরীক্ষার্থী। রোজ বাইসাইকেলে করে স্কুলে যেতে যেতে রাস্তার প্রতিটি বাঁকই মামার মুখস্ত। তাছাড়া অন্ধকার হলেও রাস্তার নিজস্ব ঝাপসা আলোতে পথ চলতে খুব বেশী অসুবিধে হচ্ছিল না। তাই বাইসাইকেলে আমরা দ্রুতই এগোচ্ছিলাম।

মামাবাড়ি যেতে মাঝামাঝি রাস্তায় একটা ছোট নদী পড়ে। রহমত খালি নদী। নদীর উপর একটা কাঠের নড়বড়ে পুল হেঁটে পার হতে হয়। আমরা পুলের কাছাকাছি আসতেই হঠাৎ দমকা বাতাস শুরু হলো। আশেপাশের গাছপালা খুব বেশী দুলছেনা অথচ বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ হচ্ছে। আশেপাশে বাড়িঘর নেই এবং কোন লোকজনও নাই। এ সময়ে নড়বড়ে পুলে উঠবো কি-না সংশয়ে আছি। ঠিক তখনই রাস্তার পাশের তালগাছের শুকনো পাতার মছমছে অস্বাভাবিক আওয়াজ। সেদিকে তাকাতেই দেখি একটা সাদা ধবধবে অবয়বের কিছু একটা গাছ থেকে সোজা নেমে আসছে এবং আমাদের থেকে কিছুটা দূরে এসেই ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে গেল। সাথে সাথে অজানা আতঙ্কে গা ছমছম করে উঠলো। সমস্ত পশম দাড়িয়ে গেল। মুখ দিয়ে কথা বের হচ্ছে না। শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত ক্রমশ নিচে নামছে। শরীর কাঁপছে, ঠোঁট কাঁপছে। বারবার পিছনে তাকাচ্ছি। এটাই কি তাহলে ভূত!!! আমি যেহেতু পিছনে তাহলে আমাকে আগে শেষ করবে। ভয়ংকর সব কল্পনা এবং মৃত্যু ভয় প্রতি মূহুর্তে কাবু করে ফেলছে। মামাকে আস্তে করে ফিসফিস করে বললাম মামা এটা কি? মামা বললেন চুপ থাক; ঐদিকে তাকাসনে। আগে চল পুলটা পার হই। মনে মনে দোয়া দুরুদ পড়তে লাগলাম। গলা শুকিয়ে কাঠ। পুলের মাঝামাঝি যেয়ে পেছনে তাকাতেই দেখি সে সাদা অবয়ব আমাদের পেছন পেছন পুল পার হয়ে আসছে। সাথে সাথে বুকে ধক করে উঠলো। মামার শার্ট আঁকড়ে ধরলাম। মামাকে বললাম আমাদের পিছু পিছু আসছে। মামা চুপ করে আছেন কোন কথা বলছেন না। বুঝলাম মামাও আমার মতোই ভয়ে আছেন। ভয় সকলের মাঝে একসাথে সংক্রমিত হয়।

পুল পার হয়ে আবারো সাইকেলে রওয়ানা হলাম। মামা যথাসম্ভব জোরেই চালাচ্ছেন। এবার ভাবলাম বিপদ দূর হয়েছে কিন্তু কিছু দূর গিয়ে পিছনে তাকাতেই দেখি আমাদের সাথে পাল্লা দিয়ে সে ছুটে আসছে। আগে শোনা ভূতের গল্প মনে হতেই ভয় আরো বেড়ে গেল। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল আমি যেহেতু বাইসাইকেলের পেছনে সে আগে আমাকে আক্রমন করবে। আমার ঘাড় মটকাবে। এখন পেছনে তাকাতেও ভয় করছে। এদিকে রাস্তা কোনোভাবেই শেষ হচ্ছেনা। এক একটি মূহুর্ত যেন এক একটা ঘন্টা। বুকের ধুকধুক শব্দ নিজেই শুনতে পাচ্ছি। ভয়ে হাত পা সমানে কাঁপতে লাগলো। এমনই কাঁপুনি যে সাইকেল থেকে পড়ে যাওয়ার অবস্থা। আমার কাঁপুনিতে মামার বাইসাইকেল চালাতে অসুবিধে হচ্ছিল বিধায় মামা নড়াচড়া করতে না করলেন। আর আমি ভাবলাম ভূত মনে হয় এখনই আক্রমন করবে সে জন্য এমন করে বলছেন। আমি আরো ভয় পেয়ে অজ্ঞান হওয়ার অবস্থা। বাইসাইকেলে একটানা বসে থাকার কারণে ডান পা অনেকক্ষণ ধরে ঝিনঝিন করছে। হঠাৎ মনে হলো কেউ যেন আমাকে পেছন থেকে টানছে। কঠিন চিৎকার দিলাম। সাথে সাথে মামা থামলেন। ডান পায়ের বোধ শক্তি না থাকায় আমি নামতে গিয়ে পড়ে গেলাম। উঠতে গিয়ে দেখলাম বাইসাইকেলের সাথে কাপড় জড়িয়েছে। কাপড় ছাড়িয়ে পিছনে তাকালাম। দেখলাম তিনিও থামলেন। আমাদের দিকে তাকিয়ে কিছুটা ইতস্তত করে আবারো ঝোঁপের আড়াল হলেন। আশেপাশে কোন বাড়ি নেই। সাথে কোন আলো নেই। রাস্তায় কোন লোক নেই। দুরু দুরু বুকে ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় আবারো বাইসাইকেলে রওয়ানা হলাম। কিছুদূর আসার পর পিছনে তাকালাম। দেখলাম আমাদের দিকে আবারো সে ছুটে আসছে। মামা দ্রুত চালাচ্ছেন। তিন রাস্তার একটা বাঁক পার হলাম। সামনে খালার বাড়ি। কিছুটা সাহস হলো। আবারো পিছু তাকালাম। দেখলাম তিনি দাড়িয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন। আমি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। মনে হলো সহজ শিকার হাতছাড়া হওয়ায় আমাদের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। আগেই গল্প শুনেছিলাম ভূত প্রেতের আনাগোনা তিন রাস্তার মোড়ে (ত্রিমোহিনী) বেশি হয়। তিনিও তিন রাস্তার মোড়েই থামলেন।

জীবনে এতো ভয় খুব কমই পেয়েছি। বাড়ি ফিরে মাকে সব বললাম। মা আয়াতুল কুরছি পড়ে বুকে ফুঁ দিলেন। দায়ের মধ্যে কিছুটা লবন নিয়ে চুলোর আগুনে পুড়ে সে লবন খেতে বললেন। রাতে আর খেতে দিলেন না। ভয়ের কারণে সে রাতে মায়ের সাথে ঘুমোলাম। এ ঘটনা এখনো আমার স্পষ্ট মনে আছে। প্রায় এক কিলোমিটার পর্যন্ত সে সাদা অবয়ব আমাদের পিছু পিছু এসেছিল। আজো এ ঘটনার কোন ব্যাখ্যা পাইনি। তবে কি এটা ভূতুড়ে কান্ড।

সাথেই ছিলাম, সাথেই আছি, সাথেই থাকব

সফল যোগাযোগ ও এর প্রভাব

মোঃ আব্দুল খালেক

যোগাযোগ ছাড়া কোন সমাজ বা ব্যবসা সচল রাখার অন্য কোন উপায় নেই বললেই চলে। তবে যোগাযোগের শ্রেণী বিভাগ রয়েছে। কারো সাথে যোগাযোগ করতে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি বা ইকুইপমেন্টেরও প্রয়োজন হতে পারে আবার নাও হতে পারে।

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড তার কার্যক্রমের শুরুতে বিভিন্ন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে যোগাযোগের জন্য পত্র, টেলিফোন এর পাশাপাশি নিজস্ব বেতার যন্ত্র ব্যবহার করতে থাকে। টেলিফোন ব্যবহার ছিল অত্যন্ত সীমিত। প্রত্যন্ত এলাকার কিছু সমিতিতে হাতলযুক্ত কালো টেলিফোন সংযোগ নেবার ব্যবস্থা ছিল বটে তবে তা থেকে তেমন কোন সুফল পাওয়া যেত না। জরুরী যোগাযোগের জন্য বেতার যন্ত্রই ছিল একমাত্র ভরশা। বাপবিবোর্ড সকল সমিতিতে ও কেন্দ্রীয় পন্যাগরে ভিএইচএফ এবং ইউএইচএফ বেতর যন্ত্র স্থাপন করে। সময়ের ব্যবধানে বেতার যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা কমিয়ে আসায় এই ফ্রিকোয়েন্সি দু'টি নেওয়ার জন্য মোবাইল ফোন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠাগুলো ওঁত পেতে বসে আছে। কোনভাবেই এগুলো হাতছাড়া করা যাবে না। আগামীতে দূর নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা পরিচালনা করতে এ দু'টি ফ্রিকুয়েন্সি বড় ধরণের নিয়ামক হিসেবে কাজে লাগবে।

১৯৯৪ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত চার বছর আমি পাবনা এবং নাটোর (অতিরিক্ত দায়িত্ব) প্রকল্প বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীর দায়িত্বে ছিলাম। প্রকল্প বিভাগ দু'টির পাঁচটি সমিতির মধ্যে নাটোর পবিস-১ ছাড়া অপরাপর সমিতিগুলোতে টেলিফোনে যোগাযোগের তেমন কোন ব্যবস্থা ছিল না। ঐ সময়ে সদ্য প্রয়াত বাপবিবোর্ডর অবসরপ্রাপ্ত সদস্য (প্রকৌশল) জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক সিস্টেম অপারেশন পরিদপ্তরের পরিচালক এর দায়িত্বে ছিলেন। তাঁকে পাবনা প্রকল্প বিভাগের জন্য একটি ইউএইচএফ বেতার যন্ত্র বরাদ্দের অনুরোধ করলাম। তিনি এক সময় ঐ প্রকল্প বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীর দায়িত্বে ছিলেন। যোগাযোগের অসুবিধার কথা তিনি বিস্তারিত জানতেন। সাথে সাথে তিনি তা বরাদ্দ করলেন। যোগাযোগের সমস্যাটার খানিকটা দূর হলো।

১৯৯৮ সালে যমুনা সেতুর নির্মাণ কাজ শেষ অবস্থায় ছিল। সেতুতে দু'টি উৎস থেকে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের সিদ্ধান্ত সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত হয়। একটি টাংগাইল পবিস থেকে সেতু এলাকায় নতুন একটি ২.৫ এমভিএ ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র নির্মাণের মাধ্যমে এবং অন্যটি সিরাজগঞ্জ পবিস এর কামারখন্দ ৫.০ এমভিএ ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র থেকে। এজন্য আমাকে প্রতি সপ্তাহে অন্তত এক দিন সেখানে নির্মান অগ্রগতি মনিটরিং করার জন্য যেতে হতো। যমুনা সেতুর স্থানটি ছিল পাবনা শহর থেকে প্রায় ১৫০ কিলোমিটার দূরে। একবার সেখানে গেলে বাসা বা অফিসের সাথে সকল প্রকার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত।

এমনি এক দিন আমি যমুনা সেতু এলাকায় বিতরণ লাইনের নির্মাণ কাজ মনিটরিং করার জন্য গমন করি। আমি সেখানে পৌঁছার ঘন্টা খানেক পরেই কামারখন্দ অভিযোগ কেন্দ্রের এক লাইনম্যান এসে আমার

পরিচয় জানতে চাইলো আমি পাবনার নির্বহী প্রকৌশলী কি-না? তার চোখে মুখে আতংকের ছাপ। আমি কিছুটা ঘাবরে গেলাম। হ্যাঁ বলাতে সে বলতে লাগলো, ”স্যার আপনার ছোট ছেলে মৃত্যু সজ্জায়। নিশ্বাস নিতে পারছে না। ভাবী আপনাকে এখনই বাসায় যেতে বলেছেন”। আমি যেন বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। সকালেই তো ছেলেকে ভাল দেখে এসেছি। কোত্থেকে কি হলো?

আমার বোঝতে কোন অসুবিধে হলো না যে পাবনা প্রকল্প বিভাগের বেতার যন্ত্রের মাধ্যমে আমার স্ত্রী কর্তৃক সিরাজগঞ্জ সমিতিতে জরুরী বার্তা প্রেরণ করা হয়েছে এবং সেখান থেকে কামারখন্দ অভিযোগ কেন্দ্রে। সেদিন পল্লী বিদ্যুতায়নে যোগাযোগের জন্য বেতার যন্ত্র প্রচলন থাকায় মনে মনে কর্তৃপক্ষকে অভিবাদন জানিয়ে সাথে সাথে অফিস কাম বাসার দিকে রওনা হলাম। পাবনা প্রকল্প বিভাগের গাড়িচালক ভুয়া ড্রাইভিং লাইসেন্স দিয়ে চাকুরী নেওয়ায় নিরাপত্তার খাতিরে তার নিকট থেকে গাড়ির চাবি সিজ করে নিয়ে কর্তৃপক্ষেরে অনুমোদনে আমি নিজেই গাড়ি চালাচ্ছিলাম। ঐ গাড়িচালককেই হজম করার জন্য প্রভাব খাটিয়ে পাবনা প্রকল্প বিভাগে অন্য কোন গাড়িচালকও পোষ্টিং দেওয়া হচ্ছিল না। নতুন গজানো অবৈধ ট্রেড ইউনিয়নের নেতারাও ব্যাপক প্রভাব খাটায়।

আমার হাত পা যেন ঠক ঠক করে কাঁপছিল। ঠিকমত স্টেয়ারিং ধরে রাখতে পারছিলাম না। ভয়ও করছিল দূর্ঘটনা ঘটে যায় কি-না। ঘন্টা দুয়েক গাড়ি চালিয়ে পাবনার বাসায় পৌঁছে দেখি আমার ছেলে অলৌকিকভাবে তখনো শুধু বেঁচে আছে মাত্র। তবে সব আশা যেন শেষ হয়ে গেছে। আমার স্ত্রীকে কোন কিছু বোঝতে না দিয়ে সাথে সাথে দু'জনকে নিয়ে পাবনা জেনারেল হাসপাতালে রওনা হলাম। জরুরী বিভাগে দায়িত্বরত এক নতুন ডাক্তার আমার ছেলেকে দেখেই অক্সিজেন সিলিন্ডারের জন্য এক তলা থেকে আর এক তলায় দৌড়াতে লাগলেন। এমন দায়িত্ব পরায়ন ডাক্তার আমার জীবনে খুব কম দেখেছি। হাসপাতালে অক্সিজেন সিলিন্ডারের কোন মজুত ছিল না। অবশেষে এক বয়স্ক এ্যাজমার রোগীকে অনুরোধ করে তাঁর অক্সিজেন সিলিন্ডার আধা ঘন্টার জন্য আমার ছেলের নাকে লাগানো হলো। ডাক্তার সাহেব আমাকে আধা ঘন্টা পরে রাজশাহী হাসপাতালের উদ্দেশে রওনা হতে অনুরোধ করলেন।

এমন সময় এক আয়া এসে বললেন, “স্যার পাশের ক্লিনিকে অক্সিজেন সিলিন্ডার পাওয়া যেতে পারে। পরে তাদেরকে নতুন একটা ফেরৎ দিলেই হবে”। ডাক্তার সাহেব সাথে সাথে চেষ্টা করতে অনুরোধ করলেন। ২০/২৫ মিনিট পরেই তিনি হাঁসি মুখে একটি নতুন অক্সিজেন সিলিন্ডার কাঁধে করে নিয়ে ফিরে এলেন। সাথে সাথে বেডের ব্যবস্থা হলো। রাজশাহী যেতে হলো না। সারা রাত অক্সিজেন দেয়া হলো। সকালের দিকে আমার ছেলে যেন চেতনা ফিরে পেল। সেদিন শুধু একটি ভাল যোগাযোগ ব্যবস্থা আমার ছেলের প্রাণ বাঁচাতে অনেকখানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। আজ মোজাম্মেল হক স্যার বেঁচে নেই কিন্তু তাঁর দেয়া বেতার যন্ত্রটির উপকারের কথা কোনদিন ভুলব না। একটি প্রতিষ্ঠানের প্রাণ বাঁচাতেও সফল যোগাযোগের কোন বিকল্প নেই। পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মধ্যে যদি উপযুক্ত যোগাযোগের কোন ঘাটতি থাকে তবে তা মেরামত করা প্রয়োজন। এটা এখন সময়ের দাবী।

আলো পৌঁছে দিয়েছি–হৃদয়ও যুক্ত করেছি

ARC FIRE SAFETY & CONTROLS LTD
Exploring Your Goals
BRANDS
ARMSTRONG
SIEMENS
NOTIFIER
by Honeywell
Simplex
BOSCH
KOMPRESS
KILLFIRE
Kidde
VIKING
NAFFCO
OUR SERVICE
• Fire Hydrant & Sprinkler System
• Fire Alarm Detection System
• Building Management System
• Gas Suppression System
• Fire Rated Door & Accessories
• Passive Fire Fighting System
Md. Quamruzzaman
Chairman
Contact No. : 01755501399
Email : roman@arcgroup-bd.com

কর্মজীবনের ইতিকথা

মোঃ সাইফুল আলম

পাশ করলাম ৮২ সালে
তিনটি চাকুরী জুটলো কপালে,
প্রথম দু'টির শুরু শেষ
১০ মাসেই কেটেছে রেশ।
আরইবি'তে এলাম ফিরে
চাকচিক্য দেখে মনটি ভরে.
৮ই ডিসেম্বর ১৯৮৩ সাল
এটাই চাকুরী শুরুর কাল।

১২০০ টাকা বেতন পাই
এতেই সুখের সীমা নাই,
প্রথম মাসের বেতন তুলে
মায়ের কাছে এলাম চলে,
৭০০ টাকা বাবাকে দিলাম
৯০ টাকায় মার শাড়ী নিলাম,
১০০ টাকায় বিস্কুটের টিন
সেটি ছিল শুক্রবার দিন
সবাই খেল মজা করে
দোয়া করল মনটি ভরে

প্রথম পোষ্টিং পেলাম সিলেটে
চারটি বছর গেল কেটে
ঢাকায় আবার এলাম চলে
ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৮ সালে,
গ্রীণ রোডেতে বাসা ভাড়া
কেউবা চাকরি, কেউবা পড়া,
পুরো পরিবারের মিলন মেলা
সকাল, দুপুর, রাত্রি বেলা।

৯৩ সালে পেলাম বিদেশ ট্রেনিং
জার্মানী ও ইউরোপ তিড়িং বিড়িং
৯৪ সালে ট্রেনিং শেষ
ফিরে এলাম বাংলাদেশ,
৯৫ সালে দিলাম পাড়ি
দুবাই শহরে নিয়ে চাকুরী,
বিশ্বসেরা সুন্দর শহর
বাঙালিদের বিশাল বহর,
দাওয়াত, পিকনিক আনন্দে ভরা
জাঁক জমক থাকতো বাঙালি পাড়া,
ছয় বছরের লিয়েন শেষ
২০০১ এ আবার নিজ দেশ।

৮ বছরে দুই প্রমোশন
২০১২ সালে সরকারের নতুন ভিশন।
থাকবে না কেউ বিদ্যুৎ বিহীন
ধনী, গরীব, নবীন, প্রবীণ,
দেশ কাঁপানো কর্মশালা
সময় নাইকো নিঃশ্বাস ফেলা,
শুক্র, শনি অফিস করি
গভীর রাতে বাসায় ফিরি
মাঝে মধ্যে মালামালের পিএসআই
চীন, সিডনী, ইউএসএ, মালায়েশিয়ায়
ঘরের আলো জ্বলবে মনে
উন্নত হবে দেশ, জ্ঞান-বিজ্ঞানে
গ্রাম হতে গ্রাম গ্রামান্তরে
আলো যাচ্ছে সব অন্ধকারে

১৯ শেষ মে'র এক সোনালী বিকাল
চাকুরী জীবনের রাজ-কপাল,
কাজে কর্মে সুপার গতি
প্রধান প্রকৌশলীর পদোন্নতি
হঠাৎ এলো নোটিশ চলে
চাকুরী আমার একমাস বলে,
অবশেষে, ১১ জুন ২০১৬ সাল
বিদায় আয়োজন বর্ণাঢ্য ও সুবিশাল
শুনেছি হেথায় আমার কত জয়গান কত সু-বিশেষণ
এই হউক আশির্বাদ, বাকী জীবন।

আরইবি'তে আমার টক ঝাল মিষ্টি দিনগুলো

মুহাম্মদ মতিউর রহমান

"আফগানদের প্রতি যাদের সহানুভূতি আছে তারা তাদের মুজাহিদ বলে?"
"জী স্যার" আমি জবাব দেই।

আরইবি'তে সহকারী পরিচালক পদের মৌখিক পরীক্ষায় আফগান-রাশিয়া কনফ্লিক্ট ইস্যুতে আমাকে অনেকগুলো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন ভাইভা বোর্ডে। ইস্যুটা আমার জানা ছিল, বলা যায় পূর্বাপর বেশকিছু। আমিও বললাম খোলা মনে। আমার কিছু জবাব বোর্ডের কারও কারও ঠিক পছন্দসই ছিল না, বুঝতে পারছিলাম কিন্তু আমি আমার কথাগুলোই বলেছি। প্রশ্নগুলো করেছিলেন মূখ্যত কামরুজ্জামান স্যার, যা আরইবি'তে যোগদানের পর জানতে পারি। আরও জানতে পারি, স্যার ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রতি সম্মান করতেন।

যাহোক, কিছুদিনের মধ্যেই নিয়োগপত্র পেলাম, যোগদানও করলাম। সময়টা ছিল ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯ সাল। যোগদান করার দেড় মাসের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়োগপত্রও পেলাম, সহকারি পরিচালক পদে। তার কিছু দিনের মধ্যে ছিল ষষ্ঠ বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষা, সে পরীক্ষা আর দেয়া হল না। বাংলাদেশ ব্যাংকেও যাওয়া হল না।

ততদিনে বলতে গেলে আরইবি'র প্রতি একটা বেশ আকর্ষণ তৈরি হয়ে গিয়েছে। আমরা পাঁচজন যোগদান করলাম। ট্রেনিংয়ের পর ম্যানেজমেন্ট অপারেশন পরিদপ্তরে পোস্টিং হল। মাকসুদুল করিম স্যার ট্রেনিং ক্লাসে বললেন, এই পাঁচজনের মধ্যে একজনকে তিনি তাঁর পরিদপ্তরে নিবেন। তিনি তখন ম্যানেজমেন্ট অপারেশন পরিদপ্তরের পরিচালক ছিলেন।

ম্যানেজমেন্ট অপারেশন পরিদপ্তরে যোগদান করার পর মাকসুদুল করিম স্যার প্রথম দিনেই ডেকে বললেন, "দেখ, সমিতির জেনারেল ম্যানেজারগণ তোমার সিনিয়র। তাদেরকে স্যার বলে সম্বোধন করবে। আর সমিতির অন্য কর্মকর্তা/কর্মচারিদের সম্মান করবে। তারা তোমার কাজের সহকর্মী।" আরও কিছু ম্যানার্সয়ের কথা বললেন। চাকরি জীবনে এসব কথা অনুসরণ করতে আমি সবসময় চেষ্টা করেছি।

অফিসে দেখতে পেলাম, উপ-পরিচালক আলী হোসেন স্যার ও মিন্টু স্যার। এবং সহকারি পরিচালক রফিক ভাই, তিনি আমার একই পদের হলেও আমার সিনিয়র। অফিসের কাজের প্রতি তাঁদের কমিটমেন্ট দেখে আমার এক ধরণের ভাল লাগা তৈরি হতে থাকে। ট্রেনিং থেকে কিছু বিষয় জানতে পারি যে, গ্রাম বাংলায় বিদ্যুতায়ন নিয়ে মূলত আমাদের কাজ।

আরইবি'তে দিন চলতে থাকে। পরিদপ্তরে আমার কার্যক্রম শুরু হয় পরিচালক স্যারের স্টাফ অফিসার হিসেবে। সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব কম, তবে ব্যস্ততা খুব কম ছিল না। একটা কাজ ছিল অফিসের ইম্প্রেষ্ট তহবিলের কাস্টডিয়ান হিসেবে দায়িত্ব পালন। আমি ইম্প্রেষ্ট বিল তৈরির কাজ করছিলাম। সমিতির জেনারেল ম্যানেজারগণ অফিসে প্রায়শঃই আসেন। সেদিন আমার কাছে কি একটা কাজে একজন

জেনারেল ম্যানেজার এলেন, তিনি ছিলেন সেনাবাহিনীর একজন অবসরপ্রাপ্ত মেজর। ইম্প্রেষ্ট তহবিলের হিসাব করছি দেখে তিনি হঠাৎ বলে বসলেন, "আপনি তো দেখি ভালই বাজার সরকার হয়ে গেছেন?" কথাটা শুনে আমার কষ্টই হল।

তখন সমিতির কাজের সাথে পরিচিত হতে থাকি। সমিতির এলাকা পরিচালক নির্বাচন সংক্রান্ত কাজে বড্ড ঝামেলায় পড়ে যাই। নির্বাচন কমিশন প্রধান ছিলেন একজন পরিচালক। দিনাজপুর জেলার একটি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি। এলাকা পরিচালক নমিনেশন বাছাই/ তালিকা প্রকাশের সিডিউল কাজের জন্য নির্বাচন কমিশনের সদস্য হিসেবে আমি সমিতিতে যেতে পারিনি। কমিশন প্রধান ভীষণ রেগে গেলেন। আমাকে ডেকে বকাবকি করলেন, এবং আমার বিরোদ্ধে দাপ্তরিক ব্যবস্থা নিবেন বলে জানালেন। সিনিয়রগণ বললেন, স্যার খুব ডমিনেন্ট এবং অভিযোগ করলেই শাস্তি হবে। বেশকিছু সিনিয়র স্যার আমাকে স্নেহ করতেন, তাঁদের সহায়তায় সেযাত্রায় রক্ষা পাই।

নোট করা নিয়ে পরিদপ্তরের পরিচালক স্যারের কাছে বেশ বকা খাই। বিষয়টা বলা যায় আমার বুঝতে না পারার একটা ভুল। ট্রেনিং পরিদপ্তরে স্যারের ক্লাস ছিল। স্যার প্রশিক্ষণ সিডিউলটা দিয়ে আমাকে নোট করে দিতে বললেন। আমি বুঝতে পারিনি সংশ্লিষ্ট নির্দেশিকাগুলো ট্যাগ করে দিতে হবে। আমার মাথায় কাজ করছে ছাত্রদের মত নোট করার চিন্তা। অবশেষে প্রাপ্তি হল বকা। স্যার অবশ্য পরে বুঝতে পেরেছিলেন গোলমালটা কোথায় হয়েছিল।

চৌত্রিশ বছরের চাকরি জীবনে ঘটনার কমতি ছিল না। আজ এই অবসরকালে চোখ বন্ধ করলে কত কথাই মনে পড়ে, কিন্তু সব কথা লেখার এটা জায়গা না। একযুগ পরের কিছু কথা বলি।

২০০২ সালের মার্চ মাসের ৬ তারিখে আমি উপ-পরিচালক পদে যোগদান করি। পদোন্নতি হয় আরও কিছুদিন আগে। আমি তখন পবিত্র হজ্জ্ব পালনের জনা সৌদি আরব ছিলাম। প্রসঙ্গটি আসলে অন্য একটি কথার জন্য, যা আমার মনে গভীরভাবে দাগ কেটেছিল। মাহফুজুর রহমান স্যার তখন প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প)। আমি কার্যক্রম পরিকল্পনা পরিদপ্তরের সহকারী পরিচালক। প্রকল্পের কর্মসূত্রে স্যারের কাছে বেশ যাওয়া-আসা ছিল। আমি হজ্জে যাব, গেলাম স্যারের দোয়া চাইতে। স্যার কথা শুনে কতক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন, তারপর একটা কথা বললেনঃ "হজ্জ্ব করা যত সহজ তা মেনে চলা ততটাই কঠিন। যাহোক দোয়া করি, আল্লাহ আপনাকে কামিয়াব করুন।"

কার্যক্রম পরিকল্পনা পরিদপ্তরে কর্মকালে বেশ কিছু স্মরণীয় ঘটনা আছে। ২০০১ সালে বিএনপি সরকার গঠন করার পর ১০০ দিনের একটি কর্মসূচী গ্রহণ করে। এজন্য বোর্ডের কাজের অগ্রগতির তথ্য বিদ্যুৎ বিভাগে দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। এই রিপোর্ট তৈরি করার দায়িত্ব দেয়া হল আমাকে। প্রতি সপ্তাহে রিপোর্ট দিতে হবে। কি আর করা! আরইবি'র এতদসংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর এবং সকল সমিতি হতে তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য একটি MS-Excel ফরমেট তৈরি করে কাজ শুরু করলাম। রিপোর্ট তৈরি কারার পর স্বাক্ষর করতেন পরিচালক (কার্যক্রম পরিকল্পনা), বোর্ডের সকল সদস্য স্যার এবং চেয়ারম্যান স্যার। সকল উর্ধতন কর্তৃপক্ষ রিপোর্টের ব্যাপারে আমার উপর আস্থা রেখেছিলেন। শুধু সামাদ স্যার জিজ্ঞেস করতেন, "মতিউর, সব ঠিক আছে তো!" আমি হ্যা বলতেই তিনি স্বাক্ষর করে দিতেন।

এ সময়ে সরকার দেশের ৭% প্রবৃদ্ধির টার্গেট নির্দ্ধারণের একটা সিদ্ধান্ত নেয়। পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এ ব্যাপারে তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে দেয়। আমাকে সদস্য-সচিব করা হয়। কমিটির সভায় আমাকে দায়িত্ব দেয়া হল একটা রূপরেখা/কাঠামো তৈরি করতে। শতভাগ বিদ্যুতায়ন করতে কত কিলোমিটার বিদ্যুৎ লাইন নির্মান করার প্রয়োজন হবে, গ্রাহক সংখ্যা কত হবে, রেভিনিউ কত দাঁড়াবে, ব্যয় কত হবে ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক অনেকগুলো প্যারামিটার নিয়ে এই প্লান করা হয়েছিল। কার্যক্রম পরিকল্পনা পরিদপ্তরের পরিচালক সৈয়দ আবু আব্দুল্লাহ স্যার আইডিয়া দিয়ে হেল্প করলেন। কাজটি নিষ্পন্ন হল। কমিটি একমত হলেন। স্বাক্ষর করাতে গিয়ে সদস্য (অর্থ) মহোদয়ের প্রশ্নের মুখে পড়লাম। তখন সদস্য (অর্থ) ছিলেন জনাব খলিলুর রহমান। দীর্ঘদিন ধরে তিনি এই পদে আছেন। অনেক অভিজ্ঞ। তিনি সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করলেন। তথ্য কোথায় পেলাম, বেইজ কি, প্যারামিটারগুলোর প্রবৃদ্ধি হার কিভাবে নির্ধারিত হল, আর্থিক প্রজেকশন কিভাবে স্থির হল, ইত্যাদি ইত্যাদি। তিনি সন্তুষ্ট হলেন। কাজটাতে এক ধরণের জটিলতা ছিল, তবে আল্লাহর রহমতে শেষ হল।

কার্যক্রম পরিকল্পনা পরিদপ্তরে আরেকটি কাজ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। অনেকের স্বার্থ এতে জড়িত ছিল। বিশ্বব্যাংক এর অর্থায়নে একটি প্রকল্প ছিল। এর আওতায় আমেরিকায় বৈদেশিক ট্রেনিংয়ের সুযোগ ছিল। নানা কারণে এই ট্রেনিংয়ের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। যারা জানতেন তাঁরা হতাশ হয়ে গেলেন। আমি নিজ উদ্যোগে বিশ্বব্যাংকের বাংলাদেশের কাউন্টারপার্টের সাথে এ ব্যাপারে কথা বললাম কোন উপায় আছে কি-না তা জানতে। তাঁরা সম্মত হলেন। বললেন, বৈদেশিক ট্রেনিংয়ের জন্য মেয়াদ বাড়াতে বিশ্বব্যাংকের বোর্ডের অনুমোদন প্রয়োজন হবে। বাংলাদেশ সরকার অনুরোধ করলে এ বাপারে তাঁরা সহযোগিতা করবেন বলে আশ্বাস দিলেন। এটা আমাদের জন্য ছিল অনেক আনন্দের। সরকারের অনুমোদনের জন্য বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে কে? পরিচালক সৈয়দ আবু আবদুল্লাহ স্যার রাজী হলেন। কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে ইআরডি'তে পত্র দেয়া হল। ইআরডি সচিব তখন জনাব বদিউর রহমান। স্ট্রেটকাট কথা বলা লোক। সবাই সমীহ করেন, একটু ভয়ও থেকে যায়, কি কথা বলে ফেলেন। যাহোক সময় যায়, বলা যায় অনেক সময়ই চলে গেল। জবাব আর আসে না। এদিকে বিশ্বব্যাংকের প্রকল্প মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে, রিপোর্টিং মেয়াদও সন্নিকটবর্তী। একদিন আমি নিজেই ইআরডি'তে টেলিফোন করলাম বদিউর রহমান স্যারের অফিস নম্বরে। ভাবলাম পিএ'র নিকট হতে ফাইলের হদিস বের করে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করে কোন সুরাহা করা যায় কি-না কিন্তু ফোন ধরলেন সচিব স্যার নিজেই। তাঁর গলার স্বর ছিল আমার পরিচিত কিন্তু স্যার তো আমাকে চেনেন না। জিজ্ঞেস করলেন কে কথা বলছি, কি প্রয়োজন, আমি কেন কথা বলছি ইত্যাদি। আমি জবাব দিলাম সংকোচ না করেই। অনেকগুলো কর্মকর্তার বৈদেশিক ট্রেনিংয়ের বিষয়টিও বলে ফেললাম। স্যারের গলার স্বরটাই ছিল সেরকম। ভদ্রলোক কাকে বলে, অত্যন্ত নম্র। আমার মনে থাকবে হয়তো সারাজীবন। শেষে বললেন, ফাইলটা স্যারের টেবিলেই আছে, ব্যবস্থা নিবেন। দু/তিন দিনের মধ্যেই বিশ্বব্যাংকে পত্র চলে গেল। আরইবি-সমিতি মিলিয়ে যতদূর মনে পড়ে ৫৬ জন কর্মকর্তার বৈদেশিক ট্রেনিংয়ের কপাল খুলে গেল। এর আগে দু'বার বৈদেশিক ট্রেনিয়ের নমিনাশন পেয়েও বাদ যাওয়ার পর এখানে আর বাদ গেলাম না। আমিও প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে ছিলাম একজন।

সপ্তর্ষির ছায়াপথে কৃষ্ণচূড়া নেই

রতন সাহা

এখানে কৃষ্ণচূড়া নেই, নীলাম্বর আকাশ ঢেকে আছে মেঘে
শীতের বাতাস শাল বনের বুকে নদীর কিনারে লুকিয়ে আছে
এখানে পর্বত নেই, সাদা তুষারের রঙে ঢেকেছি মন-জানালা
জ্যোতিহীন তারাদের মাঝে খুঁজে ফিরি কালপুরুষের ঠিকানা
এখানে সমুদ্র নেই, আছে ছায়ানীল অন্ধকারের নীল প্রজাপতি
মৃদু আলোর নিমগ্ন বিলাসে তবু তার প্রতীক্ষায় নির্ঘুম রাত জাগি।

একদা বহু আগে উজ্জ্বল রাতের আকাশে সপ্তর্ষির ছায়াপথে
নিঃশেষ দৃষ্টি রেখে তোমাকে খুঁজেছি অনাবিল বিশ্বাসে
কার্ণিশ ভাঙা অমসৃণ ছাদে, বাতাসের অচেনা বাঁশীতে
খুঁজেছি তোমাকে দূর কোন অচেনা নক্ষত্রের তীরে
আকাশের নীলিম বিন্যাসে পৃথিবী থেকে দূর বহুদূরে
এক অপরূপ স্বপ্ন বিলাসে স্তব্ধ রাতের গভীর অন্ধকারে।

চৈত্র বেলায় চোখ ধাঁধানো লাল রঙে কৃষ্ণচূড়া ফোটে
জোয়ারের ঢেউয়ের মতো বসন্ত জাগে রঙিন বাতাসে
তবু মৌনতার নির্লিপ্ত নির্জনতায় প্রেম জাগেনা আমার।
অনেক দূরের পিয়াল, হরিতকী, আমলকী বনের শাখায়
বিষন্নতা ভর করে রাতের চত্বরে জোনাকীর মৃদু আলোয়
তবু সপ্তর্ষির ছায়াপথে আসোনি তুমি নীলিম অহংকারে।

মনে পড়ে কবেকার তারাভরা রাতের ফেনিল সাগর তটে
কোন ইশারায় হেঁটেছি ঝাউয়ের বন থেকে দূর বনান্তরে
নির্মেঘ আকাশের অজস্র তারার মাঝে সপ্তর্ষির ছায়াপথে।
আজো জেগে আছি আমি কৃষ্ণচূড়ার নির্ঝর আগুনে
অন্ধকার রাত্রিতে জীবনানন্দের হালভাঙ্গা নাবিকের পথে
সপ্তর্ষির ছায়াপথে ছড়ানো বনলতার কালো চুলের ভাঁজে।

দায়িত্বে যুক্ত হয়েছিলাম–বন্ধনে যুক্ত রইলাম

REOA'র সদস্যদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজনে স্থিরচিত্র

শেলটেক অফিসে সভা

শেলটেক অফিসে সভা

পাম ভিউ রেস্টুরেন্টে সভা

ক্যাপটেইন্স ওয়ার্ল্ডে সভা এ শেষ মিটিং

ক্যাপটেইন্স ওয়ার্ল্ডে সভা

বাংলাদেশের জ্বালানী সঙ্কট–বিকল্প বিদ্যুতের সম্ভাবনা

বি. ডি. রহমতউল্লাহ

যে কোন দেশের উন্নয়নের পরিমাপের অন্যতম প্রধান সূচক হলো সে দেশের বিদ্যুৎ, জ্বালানী ব্যবহারের পরিমান। আসলে এটা অন্যতম প্রধান নয়, প্রকৃত অর্থে এটাই একমাত্র প্রধান সূচক। দেশ ও জাতির উন্নয়নকে বুঝতে হলে আরো কিছু সূচককে বিবেচনায় আনা হয় যেমন জনপ্রতি বার্ষিক আয়, শিক্ষার হার, শিল্পায়নের পরিমাণ, বেকার সংখ্যা, জনপ্রতি পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ, জাতীয় সঞ্চয়ের পরিমাণ বা হার ইত্যাদি। ভাবুনতো একবার উপরে বর্ণিত কোন্ উপাদানটি ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জ্জন করতে পারবে যদি বিদ্যুৎ না থাকে? চোখ্ বুজে একবার এমন একটি দেশের কথা ভাবুন যে দেশে হয় একেবারেই বিদ্যুৎ নেই কিংবা থাকলে সেটি মানসম্মত তো নয়ই, বরং তা অনির্ভরযোগ্য, চাহিদার সাথে সঙ্গতিহীন অতিশয় উচ্চদামে বিকোয়। এক্ষেত্রে বাংলাদেশকে উদাহরণ হিসেবে অতি সহজেই কল্পনা করা যেতে পারে। আমরা ইতোমধ্যেই এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে পেরেছি যে অতীতের স্বৈরাচারী সরকার অবৈধ অর্থ উপার্জ্জন করার লক্ষ্যে এক হীন মানসিকতা নিয়ে দেশ ও জনগণের স্বার্থ বিকিয়ে দিয়ে এ দেশের বিদ্যুৎ খাতকে রেন্টালের নামে লুটেরাদের কাছে বন্ধক দিয়ে দিয়েছে”। যার ফলে সম্ভাব্য ১.৮০ প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের মূল্য বেড়ে গড়ে ৬.৮০ টাকায় দাঁড়িয়েছে। যা পুরোপুরি অবৈধ ও অনৈতিক। তাও আবার নির্ভরশীলতো নয়ই, বরং অব্যাহত লোডশেডিং বাংলাদেশ বিদ্যুৎ খাতের একটি স্বাভাবিক প্রতিফলন ছিল। পাঠকদের এখানে সঠিক তথ্য জানান দেয়া দরকার যে লোডশেডিং কিন্তু ঢাকা বা গুরুত্বপূর্ণ কিছু শহরে বর্তমানে সামান্য হ্রাস পেয়েছে। অধিকাংশ গ্রামগুলোসহ কম গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোতে অসহনীয় লোডশেডিং জনগণের স্বাভাবিক জীবনকে পঙ্গু করে দিচ্ছে। এ ধরনের জ্বালানী সংকট সম্পৃক্ত একটা দেশে উন্নয়ন পরিমাপ তথা জাতীয় অর্থনীতির অবস্থা বিশ্লেষণ করতে শিল্পোন্নয়নের সূচকের হাল কি হবে? বিদ্যুৎ সংকটে এমনতরো গুরুত্বপূর্ণ একটি খাতের উন্নয়ন নির্ধারণী সূচক বা উপাত্ত কি চরমভাবে বিধ্বস্ত হয়ে একেবারেই নীচে নেবে যাবে না? আর শিল্পের যৌক্তিক প্রসার বা বিকাশ না ঘটলে বেকার সংখ্যা কি হ্রাস পাবে? একটি দেশের বেকার সংখ্যা যদি অবধারিতভাবে জাতির মাথার উপর অনাকাঙ্খিত বোঝা হয়ে দাঁড়ায়, তখোন জনপ্রতি বার্ষিক আয়, শিক্ষার হার, ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারের পরিমাণ, জনপ্রতি পুষ্টিকর খাদ্যগ্রহণের পরিমাণ, জাতীয় সঞ্চয়ের পরিমাণ বা হার ইত্যাদিতো তর তর করে নীচে নামতে বাধ্য। এ সরল হিসাব বুঝতে কোন তুখোর অর্থনীতিবীদ হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। সহজ কথায়, জনতার আয় নেইতো ব্যয় করার মুরোদ নেই। আয় নেই কেন? একটি দেশের মূল উপাত্ত বিদ্যুৎ নেই বলে, শিল্পায়ন হয়নি এবং হওয়া সম্ভবও নয়। আমাদের কাছে এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে ব্যাপক শিল্পায়নের সাথে নিগূঢ়ভাবে সম্পৃক্ত বর্ধিত জনপ্রতি বার্ষিক আয়, শিক্ষার হার, ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারের পরিমাণ, জনপ্রতি পুষ্টিকর খাদ্যগ্রহণের পরিমাণ, জাতীয় সঞ্চয়ের পরিমাণ বা হার ইত্যাদিসমূহ। সুস্পষ্টভাবে দেখা গেলো যে বিদ্যুতায়নের অভাবে শিল্পায়ন হয়নি বলে ঐগুলোর সূচক তর তর করে নীচে নেবে ঐ দেশ এবং জাতির এক চরম অবস্থারই প্রতিবিম্ব ভেসে উঠবে।

শিল্পায়ন হয়নি কেন? সেই গোঁড়ার কথায়ই আসতে হচ্ছে। হয় একেবারেই বিদ্যুৎ নেই কিংবা থাকা বিদ্যুৎও অনৈতিক উচ্চদামে বিকোয় যা আবার মানসম্মত তো নয়ই, বরং তা অনির্ভরযোগ্য, চাহিদার

সাথে সঙ্গতিহীন। বিদ্যুৎ নেই বলে শিক্ষার হার বৃদ্ধিতে, জনস্বাস্থ্যখাতে, কৃষিতে বিপর্যয় ঘটবেই। সুতরাং পাঠকবৃন্দ এখন সম্ভবত: সহজেই অনুধাবন করতে পারছেন যে একটি দেশ ও জাতির উন্নয়নে চূড়ান্ত বিশ্লেষণে সাশ্রয়ী, মানসম্পন্ন, নির্ভরশীল ও প্রশাসনিক জটিলতামুক্ত সহজে প্রাপ্য বিদ্যুৎ ব্যবস্থাই হলো উন্নয়নের প্রধান সূচক।

নীচে প্রদত্ত ছকে পাঠকদের এ বিষয়ে বুঝতে বিশ্বের কিছু উন্নত, স্বল্পোন্নত ও অনুন্নত দেশসমূহের বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমানের একটি তথ্য অবগতির জন্য দেয়া হলো।

এ ছক থেকে সহজেই বুঝতে পারবেন যে সব দেশ বেশী উন্নত বলে আমরা জানি সে দেশের জনপ্রতি বিদ্যুতের ব্যবহার কতো বেশী!! একই ছকে স্বল্পোন্নত কিছু দেশের বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণও আমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে।

২০২৪ সালের দেশভিত্তিক মাথাপিছু বিদ্যুৎ পরিসংখ্যান

ক্রঃ নং	দেশ	মোট বিদ্যুৎ ব্যবহার ($১০^৩$ X মেগাওয়াট ঘন্টা)	বিশ্বব্যাপী অংশীদারিত্ব	বছরে মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহার (কিঃওঃ ঘন্টা)
১	চীন	৫,৫৬৩,৯২৮,৫৪০	২৫.৫২%	৩,৯৬৩
২	যুক্তরাষ্ট্র	৩,৯০২,৩০৬,০২৭	১৭.৯০%	১১,৮৫৫
৩	ভারত	১,১৩৬,৫১৩,৪২০	৫.২১%	৮৪৬
৪	জাপান	৯৪৩,৬৮২,৫২০	৪.৩৩%	৭,৪২১
৫	রাশিয়া	৯০৯,৫৭১,০৬০	৪.১৭%	৬,২৩৯
৬	জার্মানী	৫৩৬,৫০৭,৮৪০	২.৪৬%	৬,৪৮৩
৭	কানাডা	৫২২,১৫১,৭১০	২.৪০%	১৪,৩৬৩
৮	দঃ কোরিয়া	৫০৭,৫৫৫,১০০	২.৩৩%	৯,৮৯৪
৯	ফ্রান্স	৪৫০,৮৩২,৭৪০	২.০৭%	৬,৯২৭
১০	যুকক্তরাজ্য	৩০৯,১৮৬,০৮০	১.৪২%	৪,৬৯২
১১	ইন্দোনেশিয়া	২১৩,৪০০,৩৪০	০.৯৮%	৮০৬
১২	পাকিস্তান	৯২,৩২৫,৫০০	০.৪২%	৪১৯
১৩	কুয়েত	৫৭,৭৮৪,৪৮০	০.২৭%	১৪,৪৩২
১৪	বাংলাদেশ	৮৩,৬৪৭,৫৪০	০.২৫%	৬৩৪
১৫	নাইজেরিয়া	২৪,৭১৬,৩৪০	০.১১%	১২৬
১৬	মিয়ানমার	১৪,৯৩৪,৬২০	০.০৬৯%	২৯০
১৭	ইথিয়োপিয়া	৯,০৬১,৮৬০	০.০৪২%	৮৫
১৮	হাইতি	৪০৬,২২০	০.০০১৯%	৩৮
১৯	দক্ষিণ সুদান	৩৯১,৭৮০	০.০০১৮%	৩৬

Sources

- Statistical Review of World Energy - British Petroleum
- U.S. Energy Information Administration (EIA)

এখন আরো একটি মৌলিক প্রশ্নের সমাধান বিবেচনা করা খুবই জরুরী। সেটি হলো জাতীয় সংকট কাটানোর লক্ষ্যে যে বিদ্যুৎ আমরা চাই সে বিদ্যুতের ধরণ কি হবে! পূর্বে সংক্ষেপে বলা হলেও আর একটু সহজ করে নীচে তার পূণ:উল্লেখ করা হলো।

ক) **সাশ্রয়ী:** অর্থ্যাৎ খুবই কমমূল্যে। দেশে দেশে এর ভিন্নতার কারণ হচ্ছে উৎপাদন ব্যয়ের পার্থ্যক্যের উপর। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে গড়ে কিছুতেই ২.০০ এর বেশী নয়। যার ফলে সম্ভাব্য ১.৮০ প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের মূল্যকে বাড়ানো হয়েছে ১০/১২ টাকায়।

খ) **নির্ভরশীল:** এক কথায় লোডশেডিং মুক্ত।

গ) **মানসম্পন্ন:** নির্দিষ্ট ভোল্টেজ ও ফ্রিকোয়েন্সীতে অবশ্যই চলতে হবে। ভোল্টেজ উঠানামা করবে না, উঠানামা করলে শিল্প উৎপাদন চরমভাবে ব্যহত হয়।

ঘ) **পরিবেশ ও প্রাণী বান্ধব:** বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে গিয়ে যদি পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য ধ্বংস করে মানুষের স্বাস্থ্যহানি ঘটে সে বিদ্যুৎ দিয়ে দেশ ও জাতির উন্নয়নের আশা করা যায় না। নবায়নযোগ্য জ্বালানী ব্যবহার বৃদ্ধিসহ ফসিল ফুয়েল বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে পরিবেশ দূষণমুক্ত করার পদক্ষেপ নিতে হবে।

ঙ) **জ্বালানী নিরাপত্তা:** বিদ্যুৎ ব্যবস্থা নির্মাণে জ্বালানী প্রাপ্তির বিষয়ে নিশ্চিত করতে হবে

চ) **সংস্থাসমূহের দক্ষতা:** সংস্থাসমূহের সার্ব্বিক দক্ষতা বৃদ্ধিসহ সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি, দক্ষ এ্যাপলায়েন্স ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ মূল্য জনগণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখতে হবে

এই যে বিদ্যুতের ধরণের কথা বলা হলো তা কি উৎপাদন করা সম্ভব? অবশ্যিই। আমরা জানি বিদ্যুৎ একটি মৌলিক উৎপাদিত পণ্য নয়। এটি বিভিন্ন ধরণের জ্বালানী দিয়ে উৎপাদন করা হয়। বিদ্যুৎ উৎপাদনে যে জ্বালানী ব্যবহার করা হয় তার প্রাপ্তি ও বৈশিষ্ট্যের (properties) উপর নির্ভর করে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী, নির্ভরশীল, মানসম্পন্ন, পরিবেশ ও প্রাণী বান্ধব হবে কি-না!

ইতোমধ্যেই আমরা দেখেছি যে জ্বালানী হচ্ছে একটি দেশের চালিকা শক্তি। একটি রাষ্ট্রের শিল্পোয়নের সূচক ঐ রাষ্ট্রের বিদ্যুতায়নের পরিমাপ দিয়ে নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো- জ্বালানী ও বিদ্যুৎ কাদের জন্য উৎপাদন করব। সমাজ ও মানুষের জন্য। জ্বালানী ও বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে গিয়ে যদি মানুষের জীবন বিপন্ন হয়ে উঠে, জীববৈচিত্র ধ্বংস হয়ে যায়, মানুষের শারিরীক অক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে আয়ু হ্রাস পায়, পরিবেশ ধ্বংস হয়ে মনুষ্যজীবন হুমকি হয়ে উঠে- সে বিদ্যুৎ ও জ্বালানীতো মানুষের কাম্য হতে পারে না। তাহলে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ কিভাবে উৎপাদন করতে হবে। সমাজ সচেতন ব্যক্তিবর্গ বিশেষ করে প্রকৌশলী সমাজকে এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারনা রাখতে হবে এবং সে দিক লক্ষ্য রেখেই কাজে অগ্রসর হতে হবে।

বিশ্বে যে সব জ্বালানী দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় পাঠকদের অবগতির জন্যে বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নীচে তার একটি তালিকা দেয়া হলো:
জীবাশ্ম জ্বালানী: ক) ডিজেল; খ) ফার্নেস অয়েল; গ) গ্যাস; ঘ) কয়লা; ঙ) নিউক্লিয়ার রিএ্যাক্টর
নবায়নযোগ্য জ্বালানী: ক) সূর্য্যের তাপ/আলো; খ) পানি প্রবাহ; গ) বায়ু প্রবাহ; ঘ) বর্জ্য; ঙ) সমুদ্রের ঢেউ; চ) জোয়ার-ভাটা

উপরে বর্ণিত নবায়নযোগ্য জ্বালানী তালিকায় বর্ণিত প্রতিটি জ্বালানীর প্রাপ্যতায় বাংলাদেশ বিশ্বে প্রায় শীর্ষে অবস্থান করা স্বত্তেও শুধুমাত্র দেশপ্রেমহীনতা ও দূর্ণীতিসম্পৃক্ত শাসকদের ব্যক্তিগত স্বার্থের কারণে আমরা আজ 'রেন্টালের ঝালে আর কয়লার তালে' হাবুডুবু খাচ্ছি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডে ইতালিসহ প্রায় সারা ইউরোপে বন্যা ও তুষারপাত, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও থাইল্যান্ডের সাম্প্রতিক প্রচন্ড খরা ও দাবদাহ, আয়ারল্যান্ডের বন্য, অতি সম্প্রতি ভারত, চীন ও পাপুয়া-নিউগিনির ভয়াবহ বন্যা ও জলোচ্ছ্বাস বিশ্বব্যাপী আহাওয়া পরিবর্তণের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়।

উন্নত বিশে কয়লাসহ জীবাশ্ম জ্বালানি ও শিল্পায়নের ফলে প্রতিনিয়ত উদ্গীরিত সীসা, পারদ, CO_2, SO_2, CO ইত্যাদি প্রকৃতিকে অব্যাাহতভাবে দূষিত করছে। আবহাওয়া ও পরিবেশ দূষণ যখন বিশ্বব্যাপী খরা, অতিবর্ষণ ও বন্যাসহ নানা রকম জটিলতার সৃষ্টি করছে তখন আবহাওয়া বিজ্ঞানীগণ কোন রাষ্ট্র কি পরিমাণ পরিবেশে সম্ভাব্য বিষাক্ত পদার্থ নির্গমন করছে বা করার তার তালিকা নির্ধারণ করছে, যা নীচে দেওয়া হলো—

বিদ্যুৎ উৎপাদনের কারণে কার্বন নির্গমন

দেশভিত্তিক জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমন

কার্বন নির্গমনের ভিত্তিতে কয়েকটি দেশের তালিকা				
অবস্থান	বিশ্ব মোটের শতকরা ভাগ	জীবাশ্ম নির্গমন (প্রতি বছর মিলিয়ন টন)		২০০০ সাল থেকে শতকরা পরিবর্তন
		২০২৩	২০০০	
বিশ্ব	১০০%	৩৯,০২৩.৯৪	২৫,৭২৫.৪৪	+৫২%
চীন	৩৪.০%	১৩,২৫৯.৬৪	৩,৬৬৬.৯৫	+২৬২%
যুক্তরাষ্ট্র	১২.০%	৪,৬৮২.০৪	৫,৯২৮.৯৭	২১%
ভারত	৭.৬%	২,৯৫৫.১৮	৯৯৫.৬৫	+১৯৭%
যুক্তরাজ্য	০.৮%	৩০২.১০	৫৫১.৬৮	৪৫%
ফ্রান্স এবং মনাকো	০.৭%	২৮২.৪৩	৪০১.২১	৩০%
বাংলাদেশ	০.৩%	১২৪.৭৯	২৬.৯৭	+৩৬৩%
শ্রীলঙ্কা	০.০৫%	২০.৫২	১১.৪৬	+৭৯%
মরিশাস	০.০১%	৪.২১	২.৪৪	+৭৩%
মাদাগাস্কার	০.০১%	৪.১০	১.৬৯	+১৪২%
কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র	০.০১%	৩.৮০	১.৮৮	+১০২%

Source:

1. "Per capita CO_2 emissions" (map). ourworldindata.org. Our World in Data. Retrieved 18 September 2024.
2. "Annual CO_2 emissions by world region" (chart). ourworldindata.org. Our World in Data. Retrieved 18 September 2024.

সারা বিশ্বের বায়ুমন্ডলে উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে কিসের জন্য? প্রচুর CO_2 উদ্‌গিরণের ফলে এবং মূলতঃ এর জন্য দায়ী শিল্পোন্নত ও ধনী দেশসমূহ। আবহাওয়ার উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, বৃষ্টির পরিমাণ বাড়ছে। এই CO_2 কমানোর জন্য আমরা প্রচুর গাছ লাগাতে পারি। শিল্পায়ন ও নগরায়নের ফলে গাছও কমে যাচ্ছে। গাছের অভাবে পলিমাটি আল্গা হয়ে যাচ্ছে এবং নদীতে বা খালে বিলে মাটি জমছে এবং প্রাকৃতিকভাবে তৈরী নদীর বাঁকে বাঁকে মাটি জমা হবার ফলে যখন পানি বেড়ে যায় তখন তা এসে আঘাত করে পাড়গুলো ভেঙ্গে তার মাটি নদীর ভরাটকে আরও বাড়িয়ে দেয়। যা পৃথিবীকে প্রায় ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে, কয়লা দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন হলো তার প্রধানতম একটি অনুঘটক। সুতরাং আমাদের এবং বিশ্বের তাবৎ জনতার আজ সমস্বরে আওয়াজ তুলতে হবে, কয়লার বিকল্প পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে হবে।

আজ আমরা জীবন দিয়ে এবং অভিজ্ঞতা দিয়ে উপলব্ধি করছি যে, জৈবিক জীবাশ্ম অর্থাৎ তেল, গ্যাস ও কয়লা দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা ও কলকারখানায় এসব জ্বালানীর অপরিমিত ও বহুল ব্যবহারে কিভাবে পরিবেশের এক মারাত্মক বিপর্যয় ঘটছে এবং জীব বৈচিত্র ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

ইতিমধ্যেই বিশ্বে পরিবেশ বিপর্যয়ে যে ধ্বংস লীলা শুরু হয়েছে তা আনবিক যুদ্ধ পরবর্তী প্রতিক্রিয়ার চেয়েও ভয়ঙ্কর ও সর্বনাশা। মানুষ ও সমাজকে রক্ষা করার আন্দোলন আজ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। যে সমাজে মানুষ থাকবে- সে সমাজে বিদ্যুতও থাকবে। এ প্রশ্নগুলোর সমাধান করেই বিদ্যুতের পরিকল্পনা করতে হবে। আপনারা নিশ্চয়ই জেনে গেছেন ২০২৫ সালেই জীবাশ্ম জ্বালানীকে ছাড়িয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানী এগিয়ে গেছে। আমাদের দেশে অবশ্য নয়।

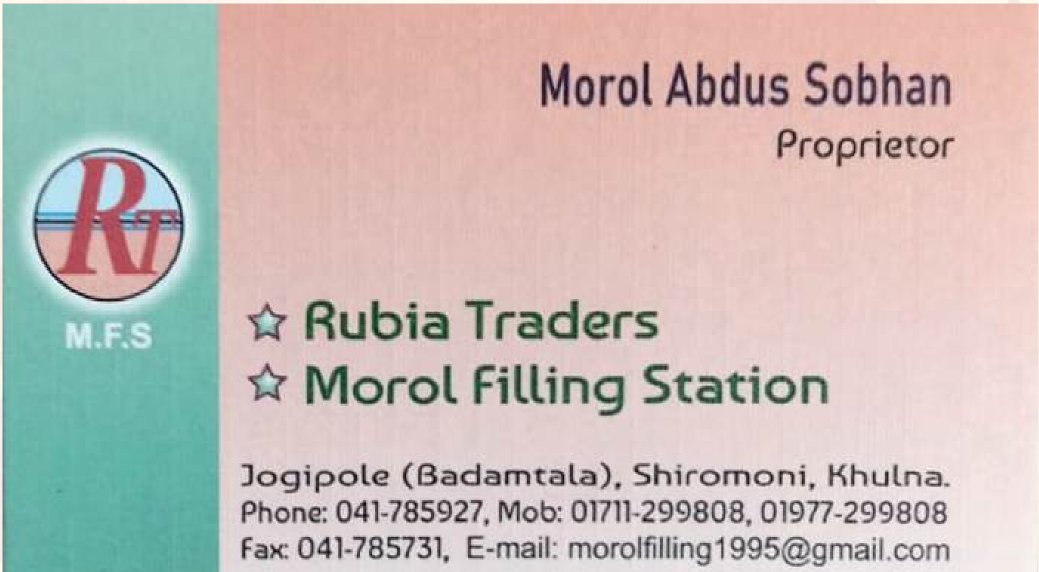

বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনের বর্তমান অবস্থা, মূল সংকট ও সমাধান

প্রকৌশলী অনুজন দাশ

পটভূমি

অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও বিদ্যুৎ ব্যবহারের সঙ্গে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের সমানুপাতিক সম্পর্ক রয়েছে। অর্থনীতিবিদরা মনে করেন, **একটি দেশের মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহার যত বাড়বে, সেই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তত বেশি হবে**। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের পরিসংখ্যান অনুসারে, বাংলাদেশে মোট বিদ্যুতের ৫৬ শতাংশ বাসাবাড়িতে, ২৮ শতাংশ শিল্পে, ২ শতাংশ কৃষিতে ও ১৪ শতাংশ বাণিজ্যিক ও অন্যান্য খাতে ব্যবহার হয়।

বাংলাদেশের পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, দেশে প্রতিদিন বিদ্যুতের চাহিদা শীতকালে ১১,০০০ থেকে ১২,০০০ মেঃওয়াট, তবে চলতি বছরে দাবদাহের কারণে চাহিদা তৈরি হয় ১৬,০০০ থেকে ১৬,৫০০ মেঃওয়াট। দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন রেকর্ড ১৬,৮০০ মেঃওয়াট, তারিখঃ ২৩-০৭-২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ। ঐদিন ও লোডশেডিং ছিল পল্লী এলাকায় প্রায় ৭৪৩ মেঃওয়াট। মার্চ-অক্টোবর' ২০২৫ সময়ে প্রতিদিন গড়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়েছে ১৩ থেকে ১৪ হাজার মেঃওয়াট। ঘাটতি থেকেছে ২,৫০০ মেঃওয়াটের বেশি। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বাংলাদেশকে মূলতঃ প্রাকৃতিক গ্যাস, জ্বালানি তৈল, কয়লা ও সোলার এনার্জির ওপর নির্ভর করতে হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে মোট বিদ্যুতের ৫১ শতাংশ উৎপাদন হয় প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে, ২৬ শতাংশ উৎপাদন হয় ফার্নেস অয়েল থেকে ও অবশিষ্ট অংশ উৎপাদন হয় অন্যান্য উৎস থেকে।

বাংলাদেশে বিদুৎ সংকটের মূল সমস্যা

বাংলাদেশে বিদ্যুৎ সংকটের মূল কারণ-

ক) চাহিদা মোতাবেক বিদ্যুৎ উৎপাদনে অক্ষমতা
খ) বিদ্যুৎ সঞ্চালনে কারিগরী ত্রুটি/ওভারলোডিং
গ) বিদ্যুৎ বিতরনে কারিগরী ত্রুটি/ওভারলোডিং।

বিদ্যুৎ চাহিদা মোতাবেক বিদ্যুৎ উৎপাদনে অক্ষমতা

সাম্প্রতিক এক সেমিনারের মাধ্যমে জানানো হয় বর্তমানে দেশে ২৭ হাজার ৭৪২ মেঃওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা রয়েছে। দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদনের রেকর্ড রয়েছে প্রায় ১৬,৮০০ মেঃওয়াট। সর্বোচ্চ উৎপাদনের দিনেও দেশের বিভিন্ন এলাকায় কিছু ক্ষেত্রে চাহিদা অনুযায়ী পিজিসিবি'র ওভারলোডিং জনিত কারণে উৎপাদিত বিদ্যুৎ সঞ্চালনে ব্যর্থ হয়েছে। আরইবির ৮০ টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিও পিজিসিবি'র গ্রীড উপকেন্দ্র থেকে চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ নিতে পারেনি। আবার আরইবি/পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিসমূহও ওভারলোডিং জনিত কারণে পিজিসিবি'র গ্রীড উপকেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ না নিতে পারায় প্রায় ৭৪৩ মেঃওয়াট বিদ্যুৎ ফোর্স লোডশেডিং করতে হয়েছে।

ডলার সংকট জনিত জ্বালানি ঘাটতি

বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার (ডলার) জ্বালানি (কয়লা ও HFO) আমদানি করতে হয়, যা বর্তমানে প্রধানত একটি বড় সংকট। ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদন হ্রাস পায়।

গ্যাস সংকট ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ

দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদনের মূল জ্বালানি উৎস প্রাকৃতিক গ্যাস। বছরের ৭- ৮ মাস গ্যাস সংকটের কারণে গ্যাস নির্ভর বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো পূর্ণ ক্ষমতায় চালানো সম্ভব হয় না, হয়তো বন্ধ রাখতে হয়। ফলে গ্যাস সংকট জনিত কারণে বৎসরের ৭/৮ মাস বিদ্যুৎ উৎপাদন গড়ে ১৭০০-২০০০ মেঃওয়াট হ্রাস পায়। বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর এক চতুর্থাংশ বন্ধ রাখতে হয়। এ কারণেও উৎপাদন হ্রাস পায়।

অব্যবস্থাপনা ও আর্থিক সংকট

দীর্ঘদিন ধরে চলা অব্যবস্থাপনা, অনিয়ম ও দুর্নীতি, আর্থিক অস্বচ্ছতা বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। যা উত্তরণে সরকারের ঊর্দ্ধতন কর্তাব্যাক্তিসহ সংশ্লিষ্ট সকল ষ্ঠেকহোল্ডারগণকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে।

সমন্বয়হীনতা

বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সঞ্চালনের মধ্যে সমন্বয়ীনতা ছাড়াও সঞ্চালন সংস্থা ও সরবরাহ সংস্থার মধ্যে সমন্বয়হীনতা থাকায় উৎপাদিত বিদ্যুৎ গ্রাহক পর্যায়ে সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না। এ কারণে উৎপাদিত বিদ্যুৎ ও গ্রাহকপ্রান্তে নিয়মিত সরবরাহ করা সম্ভব হয় না। এর ফলে লোডশেডিং হয়ে থাকে।

লোডশেডিং/ফোর্স লোডশেডিং

বিদ্যমান বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর রুটিন রক্ষণাবেক্ষণ, কারিগরি ত্রুটি, ডলার ঘাটতীজনিত জ্বালানি সংকটে বিদ্যুৎ কেন্দ্র সচল রাখতে না পারা, সঞ্চালন লাইনের কারিগরি ত্রুটি, ওভারলোডিং, গ্রীড উপকেন্দ্রগুলোর কারিগরি ত্রুটি, ওভারলোডিং ও সরবরাহকারী সংস্থারসমূহের মধ্যে আরইবি/পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির প্রায় ২০-৩০% উপকেন্দ্র, ৩৩ কেভি সোর্স লাইন ও ১১ কেভি ফিডার লাইনের কারিগরি ত্রুটি ও ওভারলোডিং জনিত কারণে পল্লী বিদ্যুৎ এলাকায় বছরের মার্চ -অক্টোবর সময়ে প্রায় ৮ মাস লোডশেডিং/ফোর্সশেডিং অব্যাহত থাকে। অন্যান্য বিতরণ সংস্থায় তুলনামলূকভাবে লোডশেডিং অনেক কম।

বিদ্যুৎ সংকটের প্রভাব

- বাংলাদেশের বিদ্যুৎ সংকটের কারণে কৃষি ও শিল্প সেবাসহ জনজীবনে বিরূপ প্রভাব তৈরি করেছে। বিদ্যুতের অভাবে শিল্প-কারখানায় উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় এবং উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়ায় রফতানিযোগ্য পোশাক শিল্প খাত ও অন্যান্য পণ্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য বেড়ে গেছে। বিদ্যুতের অভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের মালিকরা।
- বিদ্যুৎ সংকট একই সঙ্গে চিকিৎসাসেবারও ক্ষতি করছে। বিশেষত অপারেশন করার সময় লোডশেডিং হলে রোগীর জীবন বিপন্ন হতে পারে। তাছাড়া অনেক মুমূর্যু রোগী আইসিইউ ও সিসিইউতে থাকে। লোডশেডিং তাদের জীবন বিপন্ন করতে পারে।

- বাংলাদেশের প্রধানতম রফতানি পণ্য তৈরি পোশাক খাত। বিদ্যুতের অভাবে অনেক তৈরি পোশাক শিল্প-কারখানা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বন্ধ থাকে। ফলে কারখানা মালিকরা সময়মতো তৈরি পোশাক শিপমেন্ট করতে সক্ষম হচ্ছেন না। ফলে বিদেশী ক্রেতাদের অর্ডার হারাতে হচ্ছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে বিদেশী ক্রেতারা শ্রীলংকা বা ভিয়েতনামের মতো বিকল্প দেশগুলো থেকে তৈরি পোশাক আমদানি করতে আগ্রহী হবেন। বর্তমানে বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে অনেক বিদেশী ক্রেতা ইতোমধ্যে বিকল্প সোর্স খুঁজে নিচ্ছেন। বিদ্যুতের এরূপ সংকট বিদ্যমান থাকলে আমাদের জিডিপি আরো কমে যাবে এবং চরম বেকারত্ব সৃষ্টি হবে। অতএব বিদ্যুৎ সংকট সমাধানে দেশের কর্তাব্যক্তিসহ সংশ্লিষ্ট সকল ষ্টেকহোল্ডারদের জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের সাশ্রয়ী বিকল্প উৎস

- বাংলাদেশে পর্যাপ্ত পরিমাণ নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎস রয়েছে। যেমন সোলার পাওয়ার, বায়ুশক্তি, জলশক্তি, বায়োগ্যাস ও বায়োম্যাস ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়াতে হবে। এসব নবায়নযোগ্য শক্তি হচ্ছে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ সমস্যার সম্ভাব্য বিকল্প সমাধান।
- বাংলাদেশের বিদ্যুৎ সমস্যা সোলার এনার্জি বা সৌরশক্তি আংশিক সমাধান করতে পারে। এ দেশের ভৌগোলিক অবস্থান সৌরশক্তি সঞ্চয়ের জন্য একটি আদর্শ অবস্থান। সোলার প্রযুক্তির মূল্য ও ইনস্টলমেন্ট খরচ এরই মধ্যে কমতে শুরু করেছে এবং উচ্চতর ইফিসিয়েন্সির সোলার মডিউল বাজারে এসেছে।
- বাংলাদেশে অনেক উঁচুভূমি, দ্বীপ ও প্রায় ৭১০ কিঃমিঃ দীর্ঘ সমুদ্রসৈকত রয়েছে। মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভারত মহাসাগর থেকে বঙ্গোপসাগরের ওপর দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে তিন থেকে ছয় মাইল বেগে বাতাস প্রবাহিত হয়। উপকূলীয় অঞ্চলে বিশেষ করে কুয়াকাটা, সন্দ্বীপ, সেন্ট মার্টিন, পতেঙ্গা, ভোলা, বরগুনা, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়ে, হাই ইফিসিয়েন্সির বায়ু (Wind) এনার্জি-ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র তৈরি করতে হবে।

বিদ্যুৎ সংকট সমাধানের উপায়

- বিদ্যুৎ উৎপাদনের অক্ষমতা, বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে দুর্বল অবকাঠামো, ট্রান্সমিশন লাইন ও গ্রিডের অপ্রতুলতা বিদ্যুৎ বিতরণের সমস্যার প্রধানতম কারণ। এসব দ্রুত চিহ্নিত করতঃ সমাধানে কার্য্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক;
- আরইবি'র রয়েছে বিশাল বিদ্যুৎ বিতরন ব্যবস্থা, প্রায় ৫,৮০,০০০ কিঃমিঃ। ৩৩/১১কেভি উপকেন্দ্র ১,৩০৮টি, ক্ষমতা ১৭,৮০০ এমভিএ। তন্মধ্যে ইনডোর উপকেন্দ্র মাত্র ৫৭৩টি (৪৪%), অবশিষ্ট ৭৩৫টি (৫৬%) উপকেন্দ্র আউটডোর টাইপ। ৮৫০টি ৩৩কেভি সোর্স লাইন, ৫,৮৫২টি ১১কেভি ফিডার। প্রতিটি ১১ কেভি ফিডার গড় দৈর্ঘ্য ৯৫ কিঃমিঃ। এখনো ২০০-৩০০ কিঃমিঃ এর অধিক ১১কেভি ফিডার রয়েছে ৮০ টি পবিসতে প্রায় ২০০টিরও অধিক। সেখানে এখনো আধুনিকতার তেমন ছোঁয়া লাগেনি। চলমান কিছু প্রকল্পে ৩৩কেভি সোর্স লাইনে ফল্ট লোকেটর, এবং ১১কেভি লেভেলে ওভারহেড কভারড কন্ডাক্টর সংস্থান

রয়েছে। যা চাহিদার তুলনায় খুবই অপ্রতুল। বিদ্যমান বিতরন ব্যবস্থাকে আপগ্রেড করা ছাড়া কখনো নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্ভব নয়। নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করার স্বার্থে আরইবির আওতাধীন ৮০টি পবিস এর মধ্যে অন্তত ঢাকার পার্শ্ববতী পবিসগুলোতে GIS ভিত্তিক Indoor উপকেন্দ্র, ৩৩কেভি সোর্স লাইনে প্রতি ৩/৪ কিঃমিঃ পরপর Fault Locator স্থাপন সংক্রান্ত অধিক প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে সকল Unattended উপকেন্দ্রকে GIS/AIS উপকেন্দ্রে রূপান্তর, ৩৩কেভি সোর্স লাইনের দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ গড়ে ১৫ কিঃমিঃ, ১১কেভি ফিডার দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ ৪০-৫০ কিঃমিঃ এ আনয়ন করা, অধিক বসতিপূর্ণ এলাকায় ১১কেভি লেভেলে শতভাগ কভারড কন্ডাক্টর ব্যবহার নিশ্চিত করতঃ অন্যান্য সংস্থার ন্যায় GIS/SCADA সম্বলিত আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর টেকসই বিদ্যুৎ ব্যবস্থা নির্মান অত্যাবশ্যক;

- দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনাঃ বিদ্যুৎ খাতের বিভিন্ন স্তরে দুর্নীতি, প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রিতা ও অনিয়মের কারণে সংকট আরও গভীর হয়েছে। অনেক সময় ব্যয়বহুল প্রকল্প নেওয়া হলেও সেগুলোর যথাযথ বাস্তবায়ন হয় না। এসবের নিরসন প্রয়োজন;
- পরিবেশগত ও রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জঃ বিদ্যুৎ উৎপাদনে পরিবেশগত প্রতিবন্ধকতা যেমন কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনে স্থানীয় জনগণের প্রতিবাদ, আন্তর্জাতিক জলবায়ু চুক্তি ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণেও জটিলতা দেখা যায়। ফলে বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রিতা দেখা দেয়। এ জাতীয় সমস্যা জাতীয়ভাবে দ্রুত সমাধান করা প্রয়োজন;
- বিকল্প জ্বালানির ব্যবহার না বাড়ানোঃ বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার তুলনামূলকভাবে কম। সৌর ও বায়ু থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের উদ্যোগ নেওয়া হলেও তা এখনও খুব সীমিত পর্যায়ে রয়েছে। যদি এই খাতকে গুরুত্বসহকারে সম্প্রসারণ করা হতো, তাহলে সংকট অনেকাংশে কমানো সম্ভব হতো। নবায়নযোগ্য জ্বালানি নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদন নিশ্চিত করা প্রয়োজন;
- বিদ্যুৎ সংকট সমাধানের জন্য পেট্রোবাংলার উচিত অতিদ্রুত গ্যাস অনুসন্ধানে আন্তর্জাতিক কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি করে নতুন নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার করা এবং গ্যাসভিত্তিক যে নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো আছে, সেগুলোকে সচল করা। গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কারের আগে গ্যাসভিত্তিক নতুন উৎপাদন কেন্দ্রের চুক্তি করা ঠিক হবে না। কারণ সেক্ষেত্রে গ্যাস সরবরাহ করতে না পারলে ক্যাপাসিটি চার্জের নামে প্রচুর অর্থ বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোকে পরিশোধ করতে হবে;
- পরিশেষে মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহার (পার ক্যাপিটা ইলেকট্রিসিটি কনজামপশন) যত বেশি হবে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন তত বেশি হবে। অতএব, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ব্যবস্থা ও সরবরাহ ব্যবস্থার বিদ্যমান কারিগরি ত্রুটি, ওভারলোডিং মুক্ত আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর বিদ্যুৎ বিতরন ব্যবস্থাসহ বিদ্যুৎ খাতের বিদ্যমান সকল অব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ করা ব্যতীত কোনো বিকল্প নাই।

সেবা শেষ নয়, বন্ধনের শুরু

প্রবাসে আমার কর্মজীবন

প্রকৌশলী মোহাম্মদ ওমর ফারুক

আমার চাকরিজীবন কেটেছে মূলত বাংলাদেশে এবং সৌদি আরবে। বাংলাদেশে আরইবি'র চাকরির বাইরে, চাকরিজীবনের একটি সুদীর্ঘ সময় সৌদি আরবে, বিশেষ করে মক্কা ও জেদ্দায় কাটিয়েছি। এই লেখার মাধ্যমে আমি আমার প্রবাস জীবনের অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে চাই।

আরইবি থেকে চাকরিতে ইস্তফা দিয়েও সবসময় আমার মনে-প্রাণে আরইবি ছিল। কারণ, এই চাকরিটিই বাংলাদেশে আমার প্রথম এবং শেষ সরকারি চাকরি। তাছাড়া, উমরাহ ও হজ্জ্ব পালন করতে গিয়ে চেয়ারম্যান মহোদয় থেকে শুরু করে অধস্তন অনেক কর্মকর্তা আমার আতিথেয়তা গ্রহণ করেছেন। অনেকেই পরিবারসহ জেদ্দা বা মক্কায় আমার বাসায়ও থেকেছেন। তাঁদের সেবা করতে গিয়ে আমি নিজেও অনেক পরিতৃপ্ত হয়েছিলাম। ছুটিতে দেশে এলে প্রায় সব সময় আরইবি অফিসে প্রাক্তন সহকর্মীদের সাথে সময় কাটাতাম। সব মিলিয়ে, আমার আরইবির সঙ্গে বরাবর নিবিড় যোগাযোগ ছিল।

আরইবিতে প্রায় ১০ বছর কাজ করেছি। সেই সময়ের কিছু হতাশা ও চ্যালেঞ্জ ছিল। বিদেশে কোথাও চাকরি পাওয়ার জন্য অনেক চেষ্টাও করেছি। অবশেষে কাঙ্ক্ষিত সুযোগ আসে। সৌদি আরবের বিনলাদিন গ্রুপ থেকে একটি ভিসা পাই। এরা সৌদি আরবের বড় কনসালটেন্ট ও কন্ট্রাক্টর। তাদের বড় প্রকল্পগুলি পবিত্র মক্কা ও মদিনা হেরেম শরীফকে কেন্দ্র করে। আমাকে মক্কা হেরেমে Haram Upgrading Project এ পোস্টিং দেওয়া হয়।

সেই সময়ে আরইবি ছেড়ে সৌদি আরবে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া মোটেই সহজ ছিল না। মনের মধ্যে ভয়ের ছায়া কাজ করছিল। নতুন, অজানা এবং অনিশ্চিত পরিবেশে আমি কীভাবে টিকে থাকব–এ প্রশ্নে অস্থির ছিলাম। ভিসার মেয়াদ ছিল এক বছর। প্রায় শেষ হয়ে আসছে। অবশেষে, মক্কা হেরেমে কাজ করার সুযোগকে সৌভাগ্য মনে করে, আমি আরইবির চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে সৌদি আরবের উদ্দেশে রওনা দিই।

১৯৯২ সালের ৩১ মে জেদ্দায় বিনলাদিনের হেড অফিসে যোগদানের জন্য রিপোর্ট করি। যোগদানের আগে আমাকে তিন ঘণ্টার একটি ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষা ও দুই ঘণ্টার এপ্টিচুড টেস্ট দিতে হয়। প্রথমে ভয় কাজ করছিল। মনে হচ্ছিল, তারা আমাকে বাদ দেবে। কিন্তু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে হেরেম প্রজেক্টে পাঠানো হয়। পরে জানতে পারি, এটি মূলত বেতনের স্কেল নির্ধারণের জন্য করা হয়।

মক্কা হেরেমে প্রথম সময়ে কাজের পরিবেশ খুবই চ্যালেঞ্জিং ছিল। একজন বাংলাদেশী ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে অল্পই মান্যতা ছিল। বাংলাদেশীদের নিয়ে নেতিবাচক মনোভাব বিরাজ করত। দেশে হাতে কলমে ইঞ্জিনিয়ারিং অভিজ্ঞতা সীমিত ছিল, তাই নতুন, বড় এবং আধুনিক প্রজেক্টে দক্ষতা অর্জন ছিল চ্যালেঞ্জের বিষয়। প্রজেক্টে বিভিন্ন দেশের প্রায় ২০/২১ জন ইঞ্জিনিয়ার এবং ১০০ জনের মতো ফোরম্যান/টেকনিশিয়ান কাজ করতেন। বেশিরভাগ আরব, তবে সবচেয়ে বেশি ছিলেন মিসরীয়রা। অনেকের আচরণ কঠোর, কথাবার্তা অত্যধিক, এবং সহানুভূতির অভাব ছিল।

প্রজেক্টের দৈনন্দিন কাজ শুরু হতো সকাল ছয়টায়। ফজরের নামাজ পড়ার পরে সাইট পরিদর্শন, হাতে কলমে কাজ শেখানো, শপ ড্রয়িং ও ওয়্যারিং ডায়াগ্রাম প্রস্তুত করা এবং পরের দিনের কাজের পরিকল্পনা–এ সবই দৈনন্দিন কাজের অংশ। অফিস শেষ হতো রাত দশটার দিকে। আমার হাতে হেরেম অটোমেশনের Central Computer & Monitoring Szstem (CCMS) এর অনেক ওয়্যারিং ডায়াগ্রাম তৈরি হয়েছিল, যা তখনকার সাবস্টেশনগুলোতে সংরক্ষিত।

মক্কা হেরেমে আমার কার্যকাল দুই বছর (১৯৯২-৯৩)। লিড ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে মূল কাজ ছিল:

- Installation of 05 Nos. 05 MVA, 11/0.415 KV SS Inside Haram;
- Installation of 02 Nos. MV Switching Stations (Each with 08 Nos.; Incoming & 16 Nos. Outgoing 11 KV Feeders), Station #1in front of nearby Safa Palace & Station #2 at Jabal Omar Area;
- Testing, commissioning and coordination of all Protection Relays;
- Construction of 04 Nos. Main Feeding Centres (MFC) for all LV Incoming and Outgoing Cables at Haram Roof;
- Testing of all 11 KV Cables in the Network;
- Construction of Haram UPS as Standby for full load of Haram.
- Construction of a 8x5 MW Power Station as Standby nearby Kudai;
- Installation of Remote Terminal Units (RTU) at different SS;
- Installation of Central Computer & Monitoring Szstem for automation & control of whole system in front of Safa Palace.

একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা উল্লেখযোগ্য। এক শুক্রবার জুম্মার নামাজের আগে এক টেকনিশিয়ান একটি ১১ কেভি কেবল হিট করলে পুরো হেরেমের পাওয়ার সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যায়। আমাকে আধা ঘণ্টার মধ্যে সব পুনরায় চালু করতে হয় এবং পরবর্তীতে বহুদিন জবাবদিহি করতে হয়।

প্রজেক্ট শেষের দিকে ভাল কাজের সুবাদে কিছু আন্তর্জাতিক কোম্পানির অফার আসে। হিল্টনে সিমেন্স (SIEMENS) আমাকে Senior Electrical Manager পদের জন্য ইন্টারভিউ নেয়। যদিও জার্মান ভাষার ইন্টারভিউ সফল হলেও, আমার পছন্দ ছিল সৌদি বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজ করা। মক্কা বিদ্যুৎ ব্রাঞ্চের ডিজির মাধ্যমে আমি Saudi Electricity Company (SEC) তে যোগদান করি।

SEC সৌদি আরবের সবচেয়ে বড় পাবলিক ইউটিলিটি সংস্থা। এখানে ৬০,০০০-৭০,০০০ কর্মী কাজ করেন, ইঞ্জিনিয়ার ১০,০০০-১১,০০০। SEC দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, বিতরণ এবং গ্রাহক সেবা প্রদান করে। আমি জেদ্দা ব্রাঞ্চের মেন্টেন্যান্স ডিপার্টমেন্টে Protection Engineer হিসেবে দায়িত্ব পালন করি।

SEC-এ কাজের পরিবেশ অত্যন্ত পেশাদার। ৩০০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর মধ্যে প্রায় ৩০-৩২ জন ইঞ্জিনিয়ার। উচ্চ পদে বিদেশীদের সংখ্যা ছিল কম। দৈনন্দিন কাজের মধ্যে ছিল:

- Installation, Testing & Commissioning of 06 Nos. 33/13.8 KV, 3x20 MVA, MV new Substations in the Network;

- Testing and Commissioning of Distribution Compact Unit and 13.8 KV Substations (500 KVA, 1000 KVA, 1500 KVA, 1600 KVA, 2 MVA, 4 MVA etc.) as and when installed in the Network;
- Evaluating, Field Testing and Commissioning of Bulk Customers' Project (>5 MVA Load);
- Annual Routine Maintenance Testing of Substations (33/13.8kV, 13.8/13.8kV) with Maintenance Teams. All 33kV & 13.8kV Feeder Relays were tested annuall;
- Providing Settings and Protection Coordination of all new and alreadz installed Relays in the Substations;
- Automation through Installed Remote Terminal Unit (RTU) in the Substations connecting to Distribution Management Szstem (DMS) with the Control Centre for about 3,000 Substations;
- Rushing to the site of Failed/ Tripped Substations, investigating and diagnosing the faults and restoring power supply at the earliest on daily emergency basis. On an average 2/3 SS used to fail/trip daily;
- Power Factor (PF) measurements and suggesting PFI Equipment for improving PF in about 300 Industries of Jeddah Industrial Area;
- Installation, Testing and Commissioning of Voltage Regulators, Automatic Circuit Reclosers (ACR) and Capacitor Banks in at least 60 Nos. 33kV and 13.8kV MV Feeders in the network;
- Testing and Certifzing all purchased materials (Transformers, HT & LT Panels, RMUs, Compact & Unit Substations, Capacitor Banks, Voltage Regulators, ACRs, TR Oil etc. in Jeddah SEC Store and with the vendorsÕ factories locally in Riyadh, Dammam, Tabuk and abroad as well in all pre-shipment inspections.

SEC-এ তে ২৬ বছর কর্মজীবনে চারটি প্রমোশন পাই। শেষ চার বছর Distribution Engineering Expert (Chief Engineer Protection) পদের দায়িত্ব পালন করি। ২০১৮ সালে ৫৮ বছর বয়সে অবসর নিই।

SEC-এ আমার কিছু গুরুত্বপূর্ণ অর্জন: ২০১০ সালে জেদ্দা ব্রাঞ্চের বেস্ট ইঞ্জিনিয়ার এবং ২০১৬ সালে বেস্ট ইঞ্জিনিয়ার নির্বাচিত হই। সার্টিফিকেট, আর্থিক সুবিধা ও Power System Engineering এর বিশেষ ক্ষমতা লাভ।

বেতন ও সুবিধা: সর্বশেষ বেতন গ্রেড ৫২তে ৩০,০০০-৩১,০০০ রিয়াল। এতে মূল বেতন, ২৫% বাড়ি ভাড়া, বার্ষিক ছুটি, ফ্যামিলি মেডিকেল সুবিধা, বার্ষিক টিকেট, বোনাস অন্তর্ভুক্ত। বেতন সম্পূর্ণ VAT/ TAX ফ্রি।

সৌদি আরবে চাকরিতে মুসলিম/অমুসলিম সবাই সমানভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়। হেরেম ও মদিনা ব্যতীত সব এলাকায় অবাধ যাতায়াত। প্রচন্ড চাপ ও প্রতিকূলতার মধ্যে আন্তর্জাতিক পরিবেশে কাজ করতে হয়েছে।

জেদ্দায় থাকার সুবিধা: মক্কা এক ঘণ্টা, মদিনা চার ঘণ্টার ড্রাইভের দুরত্ব। সহজে হজ্ব ও উমরাহ করা যেত। আমি ৬টি হজ্ব এবং প্রায় ২০০-২৫০ উমরাহ করেছি। জেদ্দা একটি আন্তর্জাতিক মানের শহর। লোহিত সাগরের ১২০-১৩০ কিমি সুন্দর সৈকত রয়েছে।

সৌদি আরবের বিশেষ দিক: নামাজের সময়ে সব দোকান, ব্যবসা বন্ধ, সবাই জামাতে নামাজ পড়েন। অফিস পরিবেশ উন্নত, ২০05 থেকে সব অফিসে ইন্টারনেট ভিত্তিক কাজ হত। কোন কাগজপত্র নেই।

সাউদিদের সম্পর্কে নেতিবাচক ধারনা প্রচলিত, কিন্তু আমার অভিজ্ঞতায় তারা বন্ধুব্যসল, বিনয়ী ও উন্নত আচরণসম্পন্ন। সৌদি আরব খাদ্য, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও বেতন দিক থেকে সাশ্রয়ী, শান্তিপূর্ণ এবং স্বপ্নময় দেশ। আমি দেশটিকে হৃদয়ের গভীর থেকে পছন্দ করি।

বাবাঃ এক নীরব ভালোবাসার পাহাড়

মোঃ নুরুল ইসলাম ভূইয়া

পরিবারে যদি কাউকে সবচেয়ে ভালোবাসার মনে হয়, তা হলো মা। আর যদি কাউকে সবচেয়ে "বিরক্তিকর" মনে হয়, নিঃসন্দেহে তিনি বাবা। কিন্তু মায়ের ভালোবাসা চোখে দেখা যায়, বাবার ভালোবাসা বোঝা যায় অনেক দেরিতে। যেমন-

* মা জিজ্ঞেস করেন—"খেয়েছো?" বাবা বলেন—"টাকা বাঁচিয়ে খাও!" মায়ের প্রশ্নে স্নেহ থাকে, বাবার কথায় দায়িত্বের ভার।
* মা তোমার চোখে পানি দেখলে বুকে জড়িয়ে ধরেন, বাবা দেখলে বলেন—"এত দুর্বল কেন?" কিন্তু সেই কঠোর কথার ভেতরেই থাকে অজানা ভয়—তোমাকে কেউ যেন আঘাত না দেয়।
* মা তোমার ভুলে হাসেন, বাবা একই ভুলে রেগে যান। কারণ মা ভালোবাসায় গলে যান, আর বাবা ভয় পান—ভবিষ্যতে যেন সেই ভুল তোমার জীবন না নষ্ট করে।
* মা তোমাকে সান্ত্বনা দেন, বাবা তোমাকে শক্ত হতে শেখান। একজন হৃদয়কে নরম করেন, অন্যজন জীবনকে কঠিন সময়ের জন্য প্রস্তুত করেন।
* মা রাতে খাবার পরে বিশ্রাম নেন, বাবা তখন হিসাব মেলান—আগামী মাসে স্কুল ফি, বাজার, বিল—সব কীভাবে মেটাবেন।
* মা ভালোবাসা প্রকাশ করেন মুখে, বাবা প্রকাশ করেন নীরবে—চুপচাপ তোমার প্রয়োজনগুলো পূরণ করে।
* মা তোমার ব্যর্থতায় বলেন—"কিছু হবে না, আবার চেষ্টা করো," বাবা বলেন—"কেন ব্যর্থ হলে?" কিন্তু সেই প্রশ্নের মধ্যেই আছে তীব্র আকাঙ্ক্ষা—তুমি যেন জেতো।
* মা তোমার ঘুমের সময় চুলে হাত রাখেন, বাবা তখন দরজার বাইরে বসে ভাবে—"এই ঘুমটা যেন শান্তিতে কাটে, কোনো অভাব যেন না ছোঁয়।"
* মা তোমাকে আদর করে রাখেন ঘরের ভেতর, বাবা ঠেলে দেন বাইরের জগতে—"যাও, লড়ো জীবনের সঙ্গে।" কারণ মা বাঁচিয়ে রাখেন, বাবা গড়ে তোলেন।
* আর একদিন, যখন বাবা থাকবে না, তখনই বোঝা যায়—যে মানুষটাকে সবচেয়ে 'বিরক্তিকর' মনে হতো, তিনিই ছিলেন পরিবারের সবচেয়ে দৃঢ় স্তম্ভ।

মায়ের ভালোবাসা নদীর মতো—সব সময় পাশে বইতে থাকে। আর বাবার ভালোবাসা পাহাড়ের মতো—সবসময় নীরব, স্থির, কিন্তু আশ্রয়দাতা।

আমরা ছোটবেলায় মাকে বুঝি, কিন্তু বড় হয়ে বুঝি—যে মানুষটাকে সারাজীবন বিরক্তিকর মনে করতাম, তিনিই ছিলেন ভালোবাসার সবচেয়ে কঠিন রূপ।

বন্ধুত্ব, দায়িত্ব ও সম্মানের এক অবিচ্ছেদ্য পরিবার

SS Energypower Engineering Ltd.
Trusted Complete Power Solution Company
ISO 9001: 2015 Certified Company
SUBSTATION & SWITCHGEAR
Scan for Welcome to SS Energypower Engineering Ltd:
GENERATOR & SOLAR PLANT
24/7 SERVICE SUPPORT
COMPANY PROFILE
• Complete Substation Set (11/0.415kv ,33/11kv)
• 33 kv --ACR, ABS,VCB,Control panel.
• HT switch gear(VCB,LBS) LT Switch gear.
• PFI,BBT,ATS,AVR .
• On grid/ Off grid solar plant.
• Lift and Generator.
• 24/7 Service support and consultancy.
Factory Office
Address: Kotoalirchar (Hossain Bazer), Madhobdi, Narsingdi
Phone: 01701-299770, 01711-673191, 01814-446961
Factory Address:-
Kotoalirchar (Hossain Bazer), Madhobdi, Narsingdi
Phone: 01701-299773, 01701-299791
Email: energypower.org@gmail.com
Corporate Office
House No. 31, Road No. 1/D, Nikunja-2, Dhaka
Phone: 01701-299784, 01814-226977
01717-101576
Email: energypower.org@gmail.com
Best quality products and reliable power solution is our policy.
Best wishes for REB Ex Officers Association...
Suman Biswas
Director (Production & Finance)
SS Energypower Engineering Ltd.
Mob: 01814-446961
Md. Sokkor Ali
Managing Director
SS Energypower Engineering Ltd.
Mob: 01701-299770
Engr. Anjan Kanti Das
Ex- Member (BREB) & Chairman
SS Energypower Engineering Ltd.
Mob: 01711-673191

আজীবন সদস্য তালিকা

SL	Name	Cadre	Mobile No.
1	Md. Khalilur Rahman	Finance	01733544041
2	Maksudul Karim	Engineering	01711533413
3	Md. Tauhidul Islam	Engineering	01730050055
4	Ahasan Habib	Admin	01711566296
5	Latifur Rahman	Finance	01819002457
6	Mahfuzur Rahman	Engineering	01713049021
7	Muinudding Al-Hussainy	Finance	-
8	Md. Abdur Razzaque -2	Engineering	01817011595
9	Md Abdur Razzaque-1	Engineering	01711660788
10	Md Jamal Uddin	Engineering	01711164794
11	Ashraful Islam	Engineering	01611564026
12	Dr. Md. Muzaffar Ahmed	Admin	01755596887
13	Bd Rahamatullah	Engineering	01552480511
14	Syed Abu Abdullah	Engineering	01556486481
15	Syed Sarwar Hussain	Admin	01919727927
16	Ms Matija Begum	Admin	01911050948
17	Ahmad Ullah	Admin	01752881516
18	Md Abdul Halim	Finance	01717387036
19	Abdur Rahim	Engineering	01715077913
20	Shahid Uddin Ahmed	Engineering	+1469-734-5956
21	Fazle Rabbi	Finance	+12047207241
22	Md Nazrul Islam-3	Engineering	01713017798
23	Md Shahidul Alam	Engineering	01711847978

SL	Name	Cadre	Mobile No.
24	Md. Nazrul Islam-1	Engineering	01711036340
25	K B M Mostafa	Finance	01558083011
26	Md. Shahjahan	Finance	01552328760
27	Khawza Md. Kamal Uddin	Engineering	01719686900
28	Parvin Sultana	Admin	01552409069
29	Ms Suraiya Kamal	Admin	01717002280
30	Atm Fakhrul Ahsan	Admin	01977 505509
S_ NO	_Name	Cadre	Mobile number
31	Md. Tariq Hyder	Finance	01715393400
32	Begum Mahmuda	Finance	01799434412
33	Fayeza Haque	Finance	01715164528
34	Md Rafiqul Hoque	Engineering	01715035414
35	Hazari Lal Sarkar	Engineering	01711185276
36	Md. Jaynal Abedin	Admin	01711246143
37	Akul Chandra Paul	Finance	01715077765
38	Md. Nurul Islam	Admin	01329637346
39	Akhter Kamal Khan	Finance	01716769787
40	Jatindra Chandra Debnath	Engineering	01717561143
41	Md.Mahbub Alam	Engineering	01716389844
42	Md. Bazlur Rahman	Finance	01715091105
43	Md Nurul Amin Chowdhury	Engineering	01711169474
44	Kaisar Ahmed	Engineering	01711946244
45	Abu Hasan Masud Ahmed	Engineering	01726233259
46	Md. Rafiqul Alam	Admin	01715238910
47	Md. Mozammel Huq	Engineering	01711866843
48	Sk Nurul Absar	Engineering	1713238223
49	A. Sarwar Hossain	Engineering	+1(516)242-6357
50	Abu Ahamed Mazumder	Admin	01833700706
51	Md. Nuruzzaman	Finance	01715485809
52	Sailendra Nath Halder	Engineering	01715449945

SL	Name	Cadre	Mobile No.
53	Md. Fazlul Haque Mollik	Finance	01714179816
54	Md Mofizur Rashid	Engineering	01711441438
55	Md.Saiful Alam	Engineering	01715053517
56	Md. Shafiqur Rahman	Engineering	01711441532
57	Shah Newaz Khan	Admin	01617 042 476
58	Md. Nurul Islam Bhuiyan	Engineering	01711153135
59	A.K.M. Humayun Kabir	Engineering	01923065563
60	Md. Abdul Jabbar.	Engineering	01711953262
61	Ahmed Masud Alam	Engineering	01720502040
62	M A Rashid	Admin	018191333613
63	Md. Abdul Khaleque	Engineering	01712204871
64	Md. Abul Kalam Azad	Engineering	01712936199
65	Md. Mizanur Rahman Khan	Engineering	01711194486
66	Abu Ala Shahin Neowaj	Engineering	01714079224
67	Md. Shuzaur Rahman	Finance	01612608826
68	S. M. Joynal Abedin	Engineering	01711953923
69	Sk Taimur Hassan	Engineering	01715042301
70	Kumar Chandra Mondal	Engineering	01711481811
71	Md Ramzan Ali	Engineering	01720335204
72	A K M Rashedul Hoque Chowdhury	Engineering	01552309126
73	Md Mostafa Kamal	Engineering	01915629938
74	Md. Mahbubul Bashar.	Admin	01769402668
75	Md. Mostafa	Engineering	01712023786
76	Dulal Chandra Saha	Finance	01715130502
77	Md Jalal Uddin Mia	Engineering	01716839888
78	Ganapati Biswas	Engineering	01711841458
79	Arun Kumar Chowdhury.	Admin	01818428845

SL	Name	Cadre	Mobile No.
80	Mohammed Omar Farooque	Engineering	01743969716
81	Md. Abdus Salam	Engineering	01911270044
82	S M Zafar Sadeque	Engineering	01711855950
83	Manabendra Lal Mustafi	Engineering	01718044140
84	Khaleda Yasmin	Finance	01711620434
85	Md. Abdus Sobhan Miah	Engineering	01749615232
86	Mahiuddin Ahmed	Engineering	01911297393
87	Anjan Kanti Das	Engineering	01711673191
88	Md. Jainul Abedin	Engineering	01730164913
89	Hindol Das	Engineering	01716222582
90	Md. Zinnat Ali Khan	Engineering	+274 617208461
91	Abu Nasir Uddin	Engineering	+14162545753
92	Md Abdus Saber Bhuiyan.	Engineering	01712954436
93	Md. Abdus Samad	Engineering	01711313588
94	Latifa Akhter Jahan	Finance	01711638452
95	Md. Ataur Rahman Chowdhury	Engineering	01712279770
96	Md. Mahbubul Hossain	Engineering	01712808533
97	Md. Khademul Islam	Engineering	01715129964
98	Md. Shah Alam	Engineering	01711904446
99	A. B. Mahmud Hossain	Engineering	01715036390
100	Md Idris Ali Miah	Engineering	01711577617
101	Md. Shamim Ahsan	Admin	01727152470
102	Md. Mahiuddin	Engineering	01716090076
103	Md. Mohsin Ali	Engineering	01725193183
104	Md Abul Kashem Sarder	Engineering	01711158017
105	Md Khaled Hossain	Admin	01711286023
106	Muhammad Matiur Rahman	Admin	01911092220
107	Md. Shafiul Alam	Finance	01971809956
108	Md. Sirajul Islam	Finance	01732001812
109	Md Shahidul Karim	Admin	01712673044

SL	Name	Cadre	Mobile No.
110	Md. Mosiur Rahman Miah	Engineering	01772871613
111	Md. Amzad Hossain	Engineering	01715022897
112	Shamim Ahsan Chowdhury	Engineering	01711438709
113	Md. Waliullah Miah	Admin	01715112104
114	Md. Abdul Mazid	Engineering	01715373453
115	Mohammed Shameem	Engineering	01713079082
116	Abul Kalam Azad	Finance	01793579431
117	Dipankar Mandal	Engineering	01712736284
118	Shahabuddin Mahmud	Engineering	01712216592
119	Md. Shariful Islam	Engineering	01713090595
120	Md Ahaduzzaman Molla	Engineering	01711583834
121	Mohammad Habibur Rahman	Engineering	01713865436
122	Md. Abdur Rouf Miah	Engineering	01552480519
123	Md. Jahangir Alam	Engineering	01556332749
124	Anil Kumar Sarkar	Engineering	01711238529
125	Tapan Kumar Golder	Engineering	01817583218
126	Sunil Kumar Ghosh	Engineering	01718622557
127	Md. Abdul Hai.	Admin	01769924335
128	Debasish Chakrabortty	Engineering	01711391747
129	Md. Rafiqul Islam	Admin	01715334797
130	Md. Bellal Hossain	Engineering	01711703819
131	Md. Monirul Islam	Engineering	01712212501
132	Biswanath Sikder	Engineering	01732542954
133	Md Salim Miah	Engineering	01715130641
134	Md Jashim Uddin Munshi	Engineering	01712162667
135	Abul Khair Mohammad Bazlul Haque	Engineering	+971 55 791 0781
136	Md Shahidul Islam	Engineering	+16477068714
137	Md. Tauhidul Islam	Engineering	01762266002
138	Mohammad Akter Hossain Siddique	Engineering	01713443021

আরইওএ-এর নির্বাহী কমিটি নির্বাচনের -নির্বাচনী বিধিমালা

১। নির্বাচন কমিশন বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) এর পূর্ববর্তী ৭(সাত) দিনের মধ্যে ভোট গ্রহণ সম্পন্ন করবে।

২। জীবন সদস্য (এলএম)'গণের তালিকা সম্বলিত ডেটাবেস নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্বাচন কমিশনে প্রেরণের পর নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করবে। তবে এজিএম অনুষ্ঠিত হওয়ার কমপক্ষে ৪ (চার) সপ্তাহ পূর্বে ডেটাবেসটি প্রেরণ করতে হবে।

৩। নির্বাচন কমিশন যথাসময়ে ভোট গ্রহন পদ্ধতি উল্লেখ করে তফসীল ঘোষণা করবে।নির্বাচনী তফসীলে কমিশন কর্তৃক গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ ৬(গ) অনুযায়ী খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ, ভোটার তালিকা সংশোধন, চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশএবং অনুচ্ছেদ ৭(১) অনুযায়ী যোগ্য প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করতে হবে।

৪। আরইবি এক্স-অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন (আরইওএ) এর নির্বাহী কমিটি এ্যাসোসিয়েশন এর সকল জীবন সদস্য এর মতামতের ভিত্তিতে নির্বাচন করা হবে। অর্থ্যাৎ এক্ষেত্রে কোন পদের জন্য সুনির্দিষ্ট কোন প্রার্থী থাকবেন না।

৫। সুনির্দিষ্ট প্রার্থী না থাকলেও ভোট গ্রহণের সর্বশেষ দিন সত্তর বছরের অধিক বয়সী কোন ভোটার এবং নির্বাচন কমিশনের সদস্যগন প্রার্থী হিসেবে বিবেচিত হবেন না। বাকী সকল ভোটার প্রাথমিকভাবে প্রার্থী হিসেবে বিবেচিত হবেন।

৬। তবে একজন ভোটার ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নে বর্ণিত নীতিমালার আলোকে ভোট প্রদান করবেন—

ক) কোন ভোটার নিজেকে ভোট প্রদান করতে পারবেন না।

খ) কোন একজনকে একটি পদের জন্য ভোট প্রদান করা হলে তাঁকে অন্য কোন পদের জন্য ভোট প্রদান করা যাবে না।

গ) কোন পদের বিপরীতে ভোটদান থেকে বিরত থাকা যাবে না।

ঘ) সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদ সকল ক্যাডারের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

ঙ) একজন ভোটার সভাপতির জন্য যে ক্যাডারের সম্মানিত এলএমকে ভোট প্রদান করবেন সহ-সভাপতির ক্ষেত্রে অপর দুই ক্যাডার থেকে একজনকে ভোট প্রদান করবেন। সাধারণ সম্পাদক ও সহ-সাধারণ সম্পাদক পদের জন্য একইভাবে ভোট প্রদান করবেন।

চ) অনুচ্ছেদ 'ঙ' মোতাবেক ভোট দেয়ার পর যদি দেখা যায় যে, সভাপতি যে ক্যাডার থেকে নির্বাচিত হয়েছেন, সহ-সভাপতির জন্য সর্বাধিক ভোটপ্রাপ্ত ব্যক্তিও একই ক্যাডারের, সেক্ষেত্রে উক্ত ক্যাডার ব্যতীত অন্য দুই ক্যাডারের মধ্যে যিনি সর্বাধিক ভোট প্রাপ্ত হবেন তিনি সহ-সভাপতি নির্বাচিত হবেন। সহ-সাধারণ সম্পাদক পদের ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে।

ছ) সাংগঠনিক সম্পাদক পদ ও কোষাধ্যক্ষ পদ সকল ক্যাডারের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

জ) ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও কল্যাণ সম্পাদক পদ, প্রচার, প্রকাশনা ও দপ্তর সম্পাদক পদ এবং সহ-কোষাধ্যক্ষ পদ যথাক্রমে প্রশাসন, প্রকৌশল ও অর্থ ক্যাডারের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

ঝ) ছয়টি সদস্য পদের মধ্যে প্রতিটি ক্যাডারের জন্য একটি করে মোট তিনটি পদ সংরক্ষিত থাকবে বাকী তিনটি পদ সকল ক্যাডারের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

৭। ভোট প্রদান পদ্ধতি—

ক) ভোটারগন অনলাইনে ভোট প্রদান করবেন। নির্বাচন কমিশন ভোট প্রদানের সফটওয়্যারটি ৫ ও ৬ নং টোকায় বর্ণিত বিষয়াবলীর আলোকে এমনভাবে প্রস্তুত করবেন যাতে ভোটারগন সহজে অনলাইনে ভোট প্রদান করতে পারেন।

খ) নির্বাচন কমিশন ভোট প্রদান পদ্ধতি সম্পর্কে ভোটারগনকে বিস্তারিত অবহিত করবে।

গ) ভোটারগনকে ভোট প্রদানের জন্য কমপক্ষে ৪৮ ঘন্টা সময় নির্ধারণ করতে হবে।

ঘ) নির্বাচন কমিশন ভোট ও ভোট প্রদান সম্পর্কিত সকল গোপনীয়তা নিশ্চিত করবেন।

ঙ) ভোটারদের সহজে ভোট দানের জন্য ভোট প্রদান পদ্ধতিটি যেন মোবাইল ফ্রেন্ডলি হয় নির্বাচন কমিশন এবিষয়ে দৃষ্টি রাখবে।

৮। কোন পদের বিপরীতে একাধিক এলএম-এর সমান সংখ্যক ভোট পাওয়া গেলে সমান ভোট প্রাপ্ত এলএমগণের মধ্যে যিনি বয়সে জ্যেষ্ঠ হবেন তাঁকে নির্বাচিত করা হবে।

৯। কোন এলএম-এর নাম একাধিক পদের জন্য সর্বোচ্চ ভোট পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট এলএম-এর মতামতের ভিত্তিতে তাঁকে একটি পদের জন্য বিবেচনা করা হবে। ছেড়ে দেয়া পদে ক্রমানুযায়ী পরবর্তী সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত এলএমকে অন্যান্য শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে বিবেচনা করা হবে।

১০। কোন পদে সর্বোচ্চ ভোট প্রাপ্ত এলএম ঐ পদে দায়িত্ব পালনে অপারগতা প্রকাশ করলে ক্রমানুযায়ী পরবর্তী সর্বোচ্চ ভোট প্রাপ্তকে অন্যান্য শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে ঐ পদের জন্য বিবেচনা করা হবে।

১১। নির্বাচনী ব্যয় সংকুলানের জন্য নির্বাচন কমিশন নির্বাহী কমিটির নিকট প্রয়োজনীয় অর্থের চাহিদা প্রদান করবে।

১২। নির্বাহী কমিটি নির্বাচন কমিশনের সার্বিক কার্যক্রম পর্যবেক্ষনের জন্য উপদেষ্টা হওয়ার যোগ্যদের মধ্যে থেকে পর্যবেক্ষক নিয়োগ করতে পারবে।

১৩। নির্বাচন কমিশন আরইওএ-এর বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) নির্বাচিত কমিটি ঘোষণা করবে। তবে, ফলাফল গোপন রেখে নির্বাচিত সদস্যগনকে সভায় উপস্হিতি নিশ্চিত করতে হবে।

১৪। এজিএম সম্পন্ন হওয়ার পরবর্তী এক মাসের মধ্যে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্বাচনী আয়-ব্যয়ের হিসাব সহ এতদসংক্রান্ত সকল দলিলাদি নির্বাহী কমিটির নিকট হস্তান্তরের মাধ্যমে বর্তমান নির্বাচন কমিশনের বিলুপ্তি ঘটবে।

PRIME
SERIES
SHELTECH
CERAMICS
FINEST IN LUXURY
COUNTRY'S FIRST
Size
1MX1M
FLOOR TILES
To know more
16719

SQ GROUP
Total Power Solution
নিরাপদ হোক
আগামী
SKIN
COATED
CABLES
Certification
BUET
ANAB
UKAS
005
www.sqgroup.com | info@sqgroup.com | Hotline: +88 01755-661166 | /sqgroupbd

আরইবি এক্স অফিসার্স এসোসিয়েশন (REOA)

ঢাকা।